WO THOUSAND BENGALI PROVERBS.

ILLUSTRATING

NATIVE LIFE AND FEELING.

প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয়

বিবিধ জানপদ ব্যবহার মূলক।

Calcutta:

PRINTED BY I. C. BOSE & CO., STANHOPE PRESS,
172, BOWBAZAR ROAD, FOR THE CALCUTTA
VERNACULAR LITERATURE SOCIETY.

1868.

অ

১। অকর্ম্মান্বিত বিধি হইলে বাঁদির বশতাপন্ন হয়

২। অকস্মাৎ বজ্রাঘাৎ

৩। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।

৪। অজার যুদ্ধ আঁটুনি সার

৫। অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায় জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায়।

৬। অতি খাটো হইওনাকো ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।

৭। অতি দাপে বলির পাতালে হৈল ঠাঁই

৮। অতি বাইড় করো না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে

৯। অতি বুদ্ধি হাতে দাড়।

১০। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

১১। অতির কিছুই ভাল নয়

১২। অতিশয় কোন কর্ম্ম ভাল নয়

১৩। অতি শব্দ কিছু নয়

১৪। অদন্তের হাসি, দেখ্‌তে বড় খুসী।

১৫। অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ

১৬। অদৃষ্ট করলা ভাতে, বিচি গজ্‌্‌ বুড়োর পাতে।

১৭। অল্প বংশের ফোঁটা কপাল চড়্ চড়্ করে।

১৮। অনেক ভঁলের মাচ

১৯। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

২০। অন্ধকে দর্পণ দেখান।—

২১। অন্ধ জাগো না কিবা রাত্রি কিবা দিন।

২২। অন্ধের দিবা রাত্রি সমান।

২৩। অন্ধের নড়ি।

২৪। অন্ন চিন্তা চমৎকারা, ঘরে ভাত নেই জীয়ন্তে মরা।

২৫। অন্নদানের পর আর দান নাই।—

২৬। অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া।

২৭। অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি।

২৮। অবাক্ কলি অঘোরে, গুড়ছোলা খেলে গা ঘোরে।

২৯। অবাক্ কলি অবতার ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

৩০। অবাক্ কলি পাপে ভরা।—

৩১। অবাক্ কি কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড় ঝাল।

৩২। অভিমানে গুমরে উঠে।—

৩৩। অভিমানে বালির দন্ত যান্ গড়াগড়ি।

৩৪। অমনি পাতে২ সরা

৩৫। অমাবস্যার প্রদীপ টিপ্২ করিতেছে।

৩৬। অর্ গুণ নাই বর্ গুণ আছে।

৩৭। অরাঁধুনীর হাতে পড়ে রুইমাছ কাঁদে

৩৮। অর্থস্য পুরুষো দাসঃ।

৩৯। অলভ্যের বাণিজ্য কচ্‌কচি সার।

৪০। অল্প আগুনে তামাক খাওয়া, ছোট লোকের খোষামোদ করা সমান।

৪১। অল্প জলে পুঁটিমাচ ফর্‌ ফর্‌ করে।

৪২। অল্প জলের মৎস্য। —

৪৩। অল্প মাইরে কান্দে বাঁদী, আর অল্প বোঝায় পোড়ে চাঁদি। —

৪৪। অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।

৪৫। অশৈরন্‌ সৈতে নারি।

৪৬। অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল। —

৪৭। অসতী কখন সতী হয় না। —

৪৮। অহঙ্কারে ছার্‌ খার্‌।

৪৯। অহঙ্কারে পথ দেখিতে পায় না।

৫০। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ফের নানা ফাঁদে,
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে চাঁদে।
আপন কুঠার হানিলে আপনার পায়
অহঙ্কার ভরে ডিঙ্গা ডুবালে দরিয়ায়॥

৫১। অহি নকুলতা।

আ

৫২। আউশ ফুরালে আমন।

৫৩। আউশে পৌষে মাঘ মরা নির্ব্বংশে।

৫৪। আও যাও ঘর তোম্‌রা,খানে মাঙ্গো দুষমন্‌ হাম্‌রা।

৫৫। আওয়াজ কর্ত্তে চিত হৈয়ে পড়ে।

৫৬। আঁকে কেটো ব্রহ্মোত্তর।

৫৭। আঁটি চোষা।

৫৮। আঁটুনি কম্মুনি সার।

৫৯। আঁতুড় আগ্‌লান

৬০। আঁধারে ঢেলা ফেলা।

৬১। আঁধারে মাণিক শুয়ে আছে।

৬২। আঁধারে পায়ে তেল দেওয়া।

৬৩। আক কাটা মানুষ।

৬৪। আকাশ ভেদী কথা।

৬৫। আকাশে গ্রহণ লাগ্‌লে সকলেই দেখে

৬৬। আকাশে ফাঁদ পেতে বনের পাখি মারে।

৬৭। আকাশের চাঁদে বানরের ভালে, শ্বেত চামরে ঘোড়ার লোমে।

৬৮। আকুণ্ড কুণ্ড বাহির করা।

৬৯। আগ্‌লাঙ্গুলা যেমন যায়,পাচ্‌লাঙ্গুলা তেমনই যায়।

৭০। আগুন লাগ্‌লে কূপ খনন করা।

৭১। আগে আপন চরকায় তেল দেও।

৭২। আগে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে, পিছে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে।

৭৩। আগে জামাই কাঁঠাল খান্‌না, শেষে জামাই ভোঁতাও পান্‌না।

৭৪। আগে জেলে ছিল ভাল জাল দড়ি বুনে। কি কাল করিল জেলে এঁড়ে গরু কিনে।

৭৫। আগে তেতো শেষে মিটো।

৭৬। আগে দুঃখ পিছে সুখ।

৭৭। আগে ধর্ম্ম পরে পিতৃলোকের কর্ম্ম।

৭৮। আগে ধাক্কা সাম্‌লা, পশ্চাৎ লঙ্কায় যাইস্‌।

৭৯। আগে পিঁড়েয় জিতি, তবে পেঁড়োয় জিত্‌ব।

৮০। আগে হাটে, পাঁঠা কাটে, প্রদীপ উশ্‌কোয়, দই বাঁটে।

৮১। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।

৮২। আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিত।

৮৩। আচারে লক্ষ্মী বিচারে সরস্বতী।

৮৪। আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল।

৮৫। আছে বস্তু নিয়ে বিচার।

৮৬। আজ কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়ে ছিলে।

৮৭। আজ রোজা কাল ঠিকে।

৮৮। আজি মরে লক্ষ্মণ ঔষধ দিবে কখন।

৮৯। আজি মরে লক্ষ্মণ, ছয় মাসের পথ ঔষধ।

৯০। আটার মধ্যে ঘুণ পেশা।

৯১। আটে পিঠে দড়, তবে ঘোড়ার উপর চড়।

৯২। আঠার মাসে বৎসর করিলে।

৯৩। আড় দিক্ যার ঠিক নাই সূত্র ধরে হাতে।

৯৪। আড়্ নয়ন বাঁকা ভ্রূ, সেজন নাটের গুরু।

৯৫। আড়াই অঙ্গুলি দড়ি, সৃষ্টি যুড়ে বেড়ি।

৯৬। আড়াই কড়ার কাসন্দি সহস্র কাকের গোল।

৯৭। আতর ওয়ালির বাঁদি ভাল, মেছুনির পদ্মিনী কিছু নয়।

৯৮। আত্ম রেখে ধর্ম্ম, তবে পিতৃ লোকের কর্ম্ম।

৯৯। আত্মসুখ পর বৈরাগ্য।

১০০। আদরে গোবরে থাকা।

১০১। আদরে ভোজন কি করে ব্যঞ্জন।

১০২। আদা কাঁচকলা সম্বন্ধ।

১০৩। আদা খেলে, গাঁইটটা তো রইল।

১০৪। আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ।

১০৫। আদার বেপারি হইয়ে জাহাজের খবর।

১০৬। আদেখ্‌লের ঘটি হলো, জল খেতে খেতে প্রাণটা গেল

১০৭। আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা।

১০৮। আপন কথাই পাঁচ কাহন।

১০৯। আপন ঘোল কেহই টক বলে না।

১১০। আপন ছিদ্র জানে না, পরের ছিদ্র খোঁজে।

১১১। আপনি পেট্ ভরিলেই খুষী।

১১২। আপনার আপনি ডোর আর কোপ্নী।

১১৩। আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময়।

১১৪। আপনার কুকুর পথ্য করে কোথায়।

১১৫। আপনার ঘরে সবাই রাজা।

১১৬। আপনার চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে, পর চক্ষে রূপা। যত লোক কথা কয় গাপা আর গুপা।

১১৭। আপনার ছেলেটী, খায় যেন এতটি, বেড়ায় যেন লাটিম্‌টি। পরের ছেলেটা খায় যেন এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদর টা। (বা ডেক্‌রাটা।)

১১৮। আপনি বাঁচিলে বাপের নাম।

১১৯। আপনি ভাল তো জগৎ ভাল।

১২০। আপনার দোষ কেউ দেখে না।

১২১। আপনার নাক্ কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ।

১২২। আপ্‌নার পাঁজি পর্‌কে দিয়ে দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।

১২৩ আপনার পানে চায় না শালি, পর্‌কে বলে টেবো গালি।

১২৪। আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারা।

১২৫ আপনার বেলায় আঁটি সুঁটি। পরের বেলায় চিমটি কাটি।

১২৬। আপনার বেলায় পাঁচ কড়ায় গণ্ডা।

১২৭। আপনার বেলায় পাঁচ কাহন।

১২৮। আপনার মান আপনি রাখ, কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢাক।

১২৯। আপনার মান আপনার ঠাঁই।

১৩০। আপনার মুখ আপনি দেখ।

১৩১। আপনার হারা ও স্ত্রীর মারা।

১৩২। আপনি শুইতে জারগা পায় না শঙ্করাকে ডাকে।

১৩৩। আব্রুচি খানা পর্রুচি পরনা।

১৩৪। আবাগের বেটা ভূত।

১৩৫। আবালে না নোয় বাঁশ, পাকিলে করে টেঁস্ টেঁস্।

১৩৬। আম আমড়া কুঁজ্ড়ো ধান, এই কয় নিয়ে বর্দ্ধমান।

১৩৭। আম না পেয়ে আঁটি চোষা।

১৩৮। আম ফুরালে আমসি, যৌবন ফুরালে কাস্তে বসি।

১৩৯। আমড়া কাঠের ঢেঁকি।

১৪০। আমড়াগেছে কথা।

১৪১। আমড়া তলায় আম্ পেলে কি, আম্‌তলায় যায়।

১৪২। আমরা ফকীর হলাম, দেশেও অকাল হলো।

১৪৩। আমরা মা মনসার চেলা।

১৪৪। আমাকে ভূতের বোঝা বৈতে হলো।

১৪৫। আমার উপর রাজা গোঙ্গড়া লাগিয়াছে।

১৪৬। আমার এমনি হাত যশ, এ পাড়ায় যদি খাও-য়াই ওষুধ ওপাড়ায় মরে গণ্ডাদশ।

১৪৭। আমার গ্রহণের শ্রাদ্ধ যত হয়।

১৪৮। আমার চক্ষে ঠুলি দিয়া লয়ে গেল।

১৪৯। আমার ছাগল আমি নেজের দিকে কাটিব।

১৫০। আমার দাদার স্বাক্ষর।

১৫১। আমার দুঃখের দোষর কেহ নাই।

১৫২। আমার দুই হাত কাটিলে সমান ব্যথা।

১৫৩। আমার নাম রণ রঘু, ভিটাতে চরাই ঘুঘু।

১৫৪। আমার বোবার স্বপ্নের ন্যায় হয়েছে।

১৫৫। আমার ভরা ভাতে দাগা দিয়াছে।

১৫৬। আমার মরিতে অবকাশ নাই।

১৫৭। আমি এমনি দম্ লাগাই, ভেল্কিতে ভেড়া বানাই, দিনে তারা দেখাই।

১৫৮। আমি কি তোমার পাকা ধানে মৈ দি

১৫৯। আমি খোয়ে বন্ধনে পড়েছি।

১৬০। আমি তীর্থের কাকের ন্যায় বসে আছি

১৬১। আয় বল্‌দা বুঝে মার।

১৬২। আয় হোর্ষে, মোরে ধর্ষে।

১৬৩। আর একটা পাখী বলে চোক্ গেল।

১৬৪। আর কাষ্ঠে আগুন নাই মাব্দার কাষ্ঠে আ

১৬৫। আর কোন কর্ম্মে নাইকো দড়, লাউড়ু দেন ফালা।

১৬৬। আর ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়ে কায্ কি।

১৬৭। আর দোকান খুলে কায্ নাই।

১৬৮। আর নাট্‌ভিরকুটী করোনা।

১৬৯। আর ন্যাড়া বেলতলায় যায় না।

১৭০। আল্‌গা পেলে সন্ন্যাসী মাতে।

১৭১। আলালের ঘরের দুলাল।

১৭২। আলোচাউল দেখ্‌লে ভেড়ার মুখ চুল্‌কোয়।

১৭৩। আশ্‌কে খাও ফোঁড় গোণনা।

১৭৪। আশল ঘরে মুষল নাই ঢেঁক্‌শালে চাঁদোয়া

১৭৫। আশাতে পরম দুঃখ, নিরাশাতে সুখ।

১৭৬। আশায় খেলিছি পাশা।

১৭৭। আশায় জল সেঁচা।

১৪৫ আশায় পুড়ালাম বাসা, প্রত্যাশায় মুড়ালাম
১৪১ দাড়ি, ভিক্ষা দেও গরিব যাচ্ছে বাড়ি২ ।
আশার অর্দ্ধেক ভাল । (ফল)
১৪২ আশীর্ব্বাদ করি তোমায় মাথার কাটে, মেগে
১৪৩ খাওগে চেত্লার হাটে ।
১৪৪ আস্তে আজ্ঞা হউক ।
১৪৫ । আস্তে যেতে হলো বেলা, তোমার কর্ম্মে
১৫ কি আমার হেলা ।
৩ । আহ্লাদে আট্খানা ।
১৪

ই

১৪
১৪ । ইচড়ে পাকা ।
১৫০ । ইচ্ছাপুত্রের মায়ের আদর ।
১৫১ । ইটে নাই ভিটে নাই বাহিরে মর্দ্দানি ।
৮৭ । ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ ।
১৮৮ । ইনিও একটী ক্ষুদ্র রাক্ষস ।
১৮৯ । ইনি কৃষ্ণপক্ষের নিশি ।
১০০ । ইনি কেবল শ্রীপঞ্চমী ।
১৫১ । ইনি জয়কেতে ।
১৫২ । ইনি ন্যাকড়ার আগুন ।
১৩ । ইনি যেন গুড় ব্যাঘ্র ।

১৯৪। ইনি যেন চিনির পুতুল।

১৯৫। ইনি যেন ডুম্বুর ফুল!

১৯৬। ইনি যেন দাতাকর্ণ।

১৯৭। ইনি যেন ধনুর্দ্ধর।

১৯৮। ইনি যেন নবান্নের কাক।

১৯৯। ইনি শাঁকারির করাত।

২০০। ইনি শিঙ্গা বরদারের পরুয়া বরদার।

২০১। ইন্দুর জানে না যে বিড়াল কাণা।

২০২। ইন্দুর বড় সাঁতারু তার মাথা ভরা জট।

২০৩। ইন্দুরের গোলাম চামচিকে। তারে বলে ঘর নিকে।

২০৪। ইহার উবুড় হস্ত কখন হয় নাই।

২০৫। ইহার পাতা কাটিতে ভর সয় না।

২০৬। ইহার মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

২০৭। ইহার মুখ যেন হাড়ির কোদাল।

২০৮। ইল্লৎ যায় ধুলে স্বভাব যায় মলে।

উ

২০৯। উই, ইন্দুর, কুজন, ডাল ভাঙ্গে তিন জন।

২১০। উচিত কথায় আহাম্মক রুষ্ট।

২১১। উচিত কথায় বন্ধু বিগড়ে।

২১২। উচিত কহিলে মারিতে ধায়।

২১৩। উছটে পদ্ম নাভ।

২১৪। উচ্ছন্ন বাড়ি বড় ভয়, পিঠে পড়্‌লে সব সয়।

২১৫। উছোটে পোড়ে সঙ্কটে প্রণাম।

২১৬। উজনের কই।

২১৭। উজাড় বনে শিয়াল রাজা।

২১৮। উটি আমাদের সোণার কাটি রূপার কাটি।

২১৯। উঠিতে পারেনা খুড়ি করে।

২২০। উঠিত মূলা পাতায় চেনা যায়।

২২১। উঠে ধানের পত্তি কর্‌তে দিব না।

২২২। উড়্‌তে নাপেরে শালিক পোষ মানে।

২২৩। উড়িতে না পারিয়া পোষ মানা।

২২৪। উড়িতে পারেনা ফুর্ ফুর্ করে।

২২৫। উড়ে যায় পাখী তার পাখা গুণি।

২২৬। উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

২২৭। উদর চির্‌লে (ক) বেরোয় না।

২২৮। উদর সর্ব্বস্ব।

২২৯। উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে।

২৩০। উনন্‌মুখো দেবতা, ঘুটের পেঁশের নৈবেদ্য।

২৩১। উননে উথলে ভাত, চলো চলো চলো।

২৩২। উনি আমার অক্রুর খূড়ো।

২৩৩। উনি আমার স্বস্তিধর।

২৩৪। উনি কেবল মাখাল ফল।

২৩৫। উনি জয় কেতে।

২৩৬। উনি তুল্‌শী বনের বাঘ।

২৩৭। উনি ভুপিঠে।

২৩৮। উনি পূর্ণিমার চন্দ্র।

২৩৯। উনি বৃক্ষস্থিত অগ্নি।

২৪০। উনি যেন আমার জগৎসেট।

২৪১। উনি যেন কুণো ব্যাং।

২৪২। উনি যেন নোদের গোরাচাঁদ।

২৪৩। উনি রাঙ্গা মূলা।

২৪৪। উনি সাক্ষী গোপাল।

২৪৫। উনি হয়েছেন আঁধার ঘরের মাণিক।

২৪৬। উপরে চেকন্ চোকন্ ভিতরে লেল্যাই খড়।

২৪৭। উপস্থিত ত্যাগ করা নয়।

২৪৮। উরৎ বেয়ে রক্ত পড়ে চোক গ্যালরে বাপ্।

২৪৯। উল্টে চোরা গৃহস্থ বন্ধন।

২৫০। উলুবনে সাঁতার দেওয়া।

২৫১। উলোর মেয়ে কুলোবাজানে, শান্তিপুরের খোঁপা।
নদের মেয়ের হাত নাড়া, কালীঘাটের চোপা।

২৫২। উহার কি, চাল না চুলা ঢেকি না কুলা।

২৫৩। উহার গোঁড়িম আজ্ও ভাঙ্গে নাই।

২৫৪। উহার সঙ্গে দা কুমুড়া সম্পর্ক।

২৫৫। উহার সঙ্গে প্রীতি যেন চিঁড়ে কাঁচ্কলা।

২৫৬। উহু মরি মরি।

ঊ

২৫৭। ঊনপাঁজুরে লক্ষ্মীছাড়া।

২৫৮। ঊন বর্ষায় দুনো শীত।

ঋ

২৫৯। ঋণ ছেঁচ্ড়া।

২৬০। ঋণব্রণ কলঙ্কানাং কালে লোপো ভবিষ্যতি।

২৬১। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এলেন, যেন কৃষ্ণের দূত।

এ

২৬২। এ অপেক্ষা সে ভাল।

২৬৩। এঁচোড়ে পাকা।

২৬৪। এঁটো কুড়ের পাত স্বর্গে যায় না।

২৬৫। এঁটো থায় মিঠার লোভে।

২৬৬। এক ওয়াকিব হাল, আর সাত নবিসিন্দা সমান

২৬৭। এক কলসী দুধে এক ছিটে চোনা দেওয়া।

২৬৮। এক কাণ দিয়ে শুনে, অন্য কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

২৬৯। এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথা ব্যথা।

২৭০। একগুণ ছেলের তিনগুণ বিক্রম।

২৭১। এক চাকায় রথের গতি হয় না।

২৭২। এক জাতির লাঙ্গুলে পাড় পড়িবে।

২৭৩। এক দ্বার মোদা, হাজার দ্বার খোলা।

২৭৪। এক পা জলে, এক পা স্থলে।

২৭৫। এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলে মেলা।

২৭৬। এক পালি ধানে মহাভারত করা।

২৭৭। এক পুত্র অন্ধের নড়ি।

২৭৮। এক পুত্র পুত্র নয়, এক টাকা টাকা নয়, এক চক্ষু চক্ষু নয়।

২৭৯। এক বারের রোগী, অন্য বারের রোজা (চিকিৎসক)।

২৮০। এক বেঁড়ে যার, সকল গাঁ তার।

২৮১। এক বেলা ভাগ, এক বেলা ঠিকা।

২৮২। এক মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না।

২৮৩। এক মন হইলে সমুদ্র শুকায়।

২৮৪। এক যুক্তির পাড়া, গাছে বিয়োয় ঘোড়া।

২৮৫। এক লড়িতে সাত সাপ মারা।

২৮৬। এক সঙ্গে থাকিলে হাঁড়িতেং ঠেকা ঠেকি হয়

২৮৭। এক সিউনি জল সেঁচে কোমরে দিলে হাত
এই মুখে খাবে তুমি বাগ্‌দিনীর ভাত।

২৮৮। এক হাত নড়ে না, দু হাত নড়ে।

২৮৯। এক' হেঁসেলে তিন রাঁধুনি।
পুড়ে মরে তার ফেন গালুনি।

২৯০। একান্ন পাপও পাপ, বায়ান্ন পাপও পাপ।

২৯১। একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।

২৯২। এ কি ? ওট্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।

২৯৩। এ কি কাকের ভাত রাখা।

২৯৪। একি ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধান।

২৯৫। এ কি ছেলের হাতের পিটে।

২৯৬। একি তামাসা পেয়েছ।

২৯৭। একি পরের ভাতে বেগুণ পোড়া।

২৯৮। একি পাকা ধানে মই দেওয়া।

২৯৯। একি মগের মুলুক পেয়েছ।

৩০০। একি শাক্ দিয়ে মাচ ঢাকা।

৩০১। একি সাপের পাঁচ পা দেখেছ।

৩০২। একে চায়, আরে পায়।

৩০৩। একে মন্‌সা, তায় ধুনার গন্ধ।

৩০৪। একে মাঘে জাড় যায় না।

৩০৫। এখন আবার ফুঁ ফুটেছে।

৩০৬। এখন ছকুর সে কাল আছে।

৩০৭। এ তো, ছেলের হাতে পিঠে নয়, যে ভোগা দিয়ে খাবে।

৩০৮। এ দেখি ঘোড়ার কামড়।

৩০৯। এবার এরে কালে ধরেছে, আর রক্ষা নাই।

৩১০। এবার কুপো কাইত।

৩১১। এবার ছকুর ছখান লাঙ্গল বয়।

৩১২। এবার তোমার গয়া হইল।

৩১৩। এবার তোমার শ্রাদ্ধ শান্তি সপিণ্ডীকরণ করবো

৩১৪। এবার পোয়া বার তের।

৩১৫। এ বেটা তাঁতি উলুবনে সাঁতার পাড়ে।

৩১৬। এ বেটার পরণে নাই তেনা।
প্রতি হাটে গুড়ক তামাক কেনা॥

৩১৭। এমন পদার্থ ছেড়ে।
মালা জপে কোন্ ভেড়ের ভেড়ে।

৩১৮। এমন বুদ্ধিতে কচু পোড়া খাও।

৩১৯। এ যে কাজির কাছে হিন্দুর পরব্ ধার্য্য করা।

৩২০। এ যে কোলে আঁধার।

৩২১। এ যে চাটা দূর্ব্বা, পড়ে আছে দেখ্‌ছি।

৩২২। এ যে ছুঁচ্ হয়ে সেঁধিয়ে, ফাল হৈয়ে বেরুল।

৩২৩। এ যে দিনে ডাকাতি।

৩২৪। এ যে দেখি মেঘ চাহিতে জল।

৩২৫। এ যেন ভেড়ার গোয়াল।

৩২৬। এ যে নবাব সেরাজউদ্দৌলা দেখি।

৩২৭। এ যে রাক্ষুসে ভোজন।

৩২৮। এ যে হাতির পা ঠেলা।

৩২৯। এলায়২ ছাড়্‌তে পারিলে হয়।

৩৩০। এলো চুলে তেল দেয়না।

৩৩১। এলো শ্রাদ্ধের গুতা দক্ষিণা।

৩৩২। এসে যায় শিক্ষায় নীত।
তাকে বলি পুরোহিত॥

ও

৩৩৩। ওড় গাঁয়ের ডেঙ্গা।

৩৩৪। ও হরি ঘোষের গোয়াল।

ক

৩৩৫। ক অক্ষর গোমাংস।

৩৩৬। কখন বা লাল গামছা লোকে দেয় ফিরে।
কখন বা ছেঁড়া গামছা গণ্ডাদশ গিরে॥

৩৩৭। কচি খোকা তুলোয় কোরে দুদ্ খান্ ।

৩৩৮। কড়ি ধুয়ে কড়ির জল দিব না ।

৩৩৯। কড়ি ফট্কা চিঁড়ে দই, কড়ি বিনে বন্ধু নাই ।

৩৪০। কড়ি হৈলে বাঘের দুদ্ মিলে ।

৩৪১। কণ্টকেনৈব কণ্টকং ।

৩৪২। কণ্ঠায় তেতুল দিলে দই হয় ।

৩৪৩। কত আর থাকিব আমি, লক্ষ্মণের ফল
ধরা হয়ে ।

৩৪৪। কত জলে কত মুসুরি ভিজে ।

৩৪৫। কত ধানে কত চাল্ । গিন্নি বিনে আল্ থাল ॥

৩৪৬। কথা টলা অপেক্ষা গা টলা ভাল ।

৩৪৭। কথাতে হাতি পায় । কথাতে হাতির পায় ।

৩৪৮। কথাটা কহিলে ব্যথাটা মরে ।
বিনয়েতে কি না করে ॥

৩৪৯। কথার কথা, কাজের নয় ।

৩৫০। কথায় মণ্ডল চিনি, দাতা চিনি দানে ।
গোঁয়ার চিনিতে পারি কর্কশ বচনে ॥

৩৫১। কথার দ্বারা হাতে চাঁদ দেওয়া ।

৩৫২। কন্যের ঘরে মাসি, বরের ঘরে পিশী ।

৩৫৩। কন্যের মা কান্দে, আর টাকার পুঁটুলি বান্ধে ।

৩৫৪। কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর ।

৩৫৫। কপাল ছাড়া পথ নাই।

৩৫৬। কপাল জোড়া ফোঁটা।

৩৫৭। কপালে নাইকো ঘি। ঠক্ঠকালে হবে কি।

৩৫৮। কপাল ভাঙ্গিলে যোড়া লাগে না।

৩৫৯। কম্বলের লোম বাছিলে কিছু থাকে না।

৩৬০। কয় শুভঙ্কর মজুদ গণ।

৩৬১। কর্ গোবিন্দ বাপের শ্রাদ্ধ, আরও বামণ আছে।

৩৬২। কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, নাড়াবনে কীর্ত্তন।

৩৬৩। কর্ত্তা গেলে ঘোল পায় না। চাকরকে পাঠায় দই আনিতে।

৩৬৪। কর্ম্মের গতিকে ঝোল বৃদ্ধি।

৩৬৫। কর্ম্মের নিমিত্তে কুকুরের পায়ে জল দিতে হয়।

৩৬৬। কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফেতে রজঃপুত।
চিকিৎসা চিনিতে পারি যার, ঔষধ মজ্‌বুত॥

৩৬৭। কলা কাটে, খোষায় বাধে।

৩৬৮। কলা বেচাও হয়, রথ দেখাও হয়।

৩৬৯। কলি ঘোর।

৩৭০। কলুর বলদ।

৩৭১। কাঁচে কাঞ্চনে সমান।

৩৭২। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

৩৭৩। কাঁটার মুখ কে ছুঁচলা করে

৩৭৪। কাঁঠালটি আমাকে দেও, বিচিগুণে কড়ি লও।

৩৭৫। কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

৩৭৬। কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ।

৩৭৭। কাক কোকিল একই বর্ণ, শব্দে তারা ভিন্ন ভিন্ন।

৩৭৮। কাক ধূর্ত্ত।

৩৭৯। কাক মরে ঝাড়ে, পেঁচা বলে আমার শাপ লেগেছে হাড়ে হাড়ে।

৩৮০। কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেহ না পায়।

৩৮১। কাকে কাণ নিল বলে, কাকের পিছে ধায়।

৩৮২। কাকে খায় কাঁঠাল, বকের মুখে আটা।

৩৮৩। কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাতি স্বভাবে কাড়ে রা।

৩৮৪। কাকের ভাত রাখা।

৩৮৫। কাকের মাস খেয়ে এসেছ।

৩৮৬। কাকের মুখে কৃষ্ণ কথা।

৩৮৭। কাকের সঙ্গে গিয়া হাতিও পাঁকে পড়ে।

৩৮৮। কাঙ্গাল দেখে করোনা হীন, কাঙ্গাল হৈতে হবে এক দিন।

৩৮৯। কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখান।

৩৯০। কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ।

৩৯১। কাঙ্গালের ছেলের রোঙ্গাই নাম।

৩৯২। কাঙ্গালের বড় ঝাল, সাধুর নাহি জঞ্জাল।

৩৯৩। কাঙ্গালের শশাও ধন।

৩৯৪। কাজ সারিলে বাড়ুই শালা।

৩৯৫। কাজিকে জিজ্ঞাসা করিলে হিন্দুর পরব নাই।

৩৯৬। কাজির বিচার।

৩৯৭। কাজে কম খেতে যম।

৪৯৮। কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে।
বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে।

৩৯৯। কাজের গুরু কানাই।

৪০০। কাজের বেলা কাজি, কাজ্ ফুরালে পাজি।

৪০১। কাজের বেলায় পায়না খুঁজে, খাবার বেলায় আগে।

৪০২। কাট খায় অঙ্গার হাগে।

৪০৩। কাট খোট্টার কথা কড়া।

৪০৪। কাটা গাছের তলায় থাকা।

৪০৫। কাটা ঘায়ে লুণের ছিটে।

৪০৬। কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল।

৪০৭। কাটিলে পড়িল কলা, গোপালায় নমঃ।

৪০৮। কাটিলে মাস নাই, কুটিলেও রক্ত নাই।

৪০৯। কাণ টানিলে মাথা আসে।

৪১০। কাণা একবার বৈ ছড়ি হারায় না।

৪১১। কাণা, কুঁজা, খোঁড়া, একগুণ বাড়া।

৪১২। কাণা খোঁড়ার এক রোগ বাড়া।

৪১৩। কাণা গরু বামণকে দান।

৪১৪। কাণা গরুর ভিন্ন গোট বা (ডহর, পথ)।

৪১৫। কাণাপুতে পোষে, রাজার ঝি শোষে।

৪১৬। কাণাপুতের নাম পদ্মলোচন।

৪১৭। কাণাবক শুক্‌না গেড়ে, খায় না খায় আছে পড়ে।

৪১৮। কাণাবলে নাচে ভাল, কালা বলে গায় ভাল।

৪১৯। কাণা ভাঙ্গা মঙ্গল চণ্ডী, কুস্বপ্নের গোড়া।

৪২০। কাণা মেঘের বৃষ্টি, সর্ব্বত্র নহে দৃষ্টি।

৪২১। কাণের গুরু নাকের কে।

৪২২। কাত হয়ে পড়ে আছে, তবু তারে নাথি।

৪২৩। কাদা উড়োর কাছে কি ধূলো উড়ো।

৪২৪। কাদায় গুণ টালা।

৪২৫। কানী মুড়ি দিয়ে চিনি খায়।

৪২৬। কানু ছাড়া কীর্ত্তন নাই।

৫২৭। কাপড় হৈলে পচা, আঙ্গুল হয় খোঁচা।

৪২৮। কাপুরুষেই অপমান সহ্য করে।

৪২৯। কামারকে ইস্পাত চুরি।

৪৩০। কামারকে কুমার বৃত্তি সাজ্জেনা।

৪৩১। কামার যা গড়বে, তা মনে মনে জানে।

৪৩২। কামারের দোকানে সূঁচ বেচা।

৪৩৩। কায়স্থের বুড়া হিরার ধার।
নাপিতের বুড়া ছারের ছার।

৪৩৪। কায়স্থের মূর্খ, কলুর বলদ।

৪৩৫। কায়েতের ছোট, বেদ্যের বড়।

৪৩৬। কার কপালে কেবা খায়।

৪৩৭। কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামণ মরে।

৪৩৮। কারু দুদে চিনি, কারু শাকে বালি।

৪৩৯। কারু ভাদ্রমাস, কারু সর্ব্বনাশ।

৪৪০। কার্য্যে কম, খেতে যম।

৪৪১। কাল্ এলো নেড়ি, আজ্ ভাঙ্গ্ল খুদের হাঁড়ি।

৪৪২। কাল্কার যোগী শিরমে জটা।

৪৪৩। কাল্নিমার লঙ্কাভাগ।

৪৪৪। কাল বামণ কটাশূদ্র, বারেন্দ্র আর পোষ্যপুত্র।
এদের অন্তর বড় কুটীল, মন পাওয়া ভার।

৪৪৫। কালা পুরুত, তোত্লা যজমান।

৪৪৬। কালা বলে ঢাকিতে হাত পা নাড়ে।
ঢাকের বাদ্যতো শুনা যায় না।

৪৪৭। কালামুখ ধিক্ জীবনে।

৪৪৮। কালা শুনে কাড়ার বাদ্য। কালা বলে মোর বিয়ের বাদ্য।

৪৪৯। কালার কাণে শোলার বুজো। কালা বলে আমার লক্ষ্মীপুজো।

৪৫০। কালি কা,ঠা কুরাণী।

৪৫১। কালী কলম মন, লেখে তিন জন।

৪৫২। কালীঘাটের কাঙ্গালি।

৪৫৩। কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ।

৪৫৪। কালী নাই কলম নাই, ফইম বিশ্বাস

৪৫৫। কালী যায় ধুলে, স্বভাব যায় মোলে।

৪৫৬। কালে কালে কতই হবে।

৪৫৭। কালে কালে গুড়েরও তার গেল। পুলিপিঠের ল্যাজ্ বেরুল।

৪৫৮। কালে কালে বাণুও পণ্ডিত হৈল।

৪৫৯। কালে ধরিলে হাত নাই।

৪৬০। কালের হাতে যেতে হবে।

৪৬১। কাশীতে ভূমিকম্প।

৪৬২। কাহার পৌষমাস, কাহার সর্ব্বনাশ।

৪৬৩। কাহার * বাঁশ যায়, কেহ পাবে পাবে গণে।

৪৬৪। কিনিতে পাগল, বেচিতে ছাগল।

৪৬৫। কিবা আল্লার শুকটি, শুক্‌নো ডাঙ্গায় পেলেম রুটি।

৪৬৬। কিবা বাবুর আশা, শিয়োরে ঘুঘুর বাসা।

৪৬৭। কিমদ্ভুতং।

৪৬৮। কিম্ভুত কিমাকার।

৪৬৯। কিল খেয়ে কিল চুরি।

৪৭০। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান।

৪৭১। কিসের মধ্যে কি পান্তা ভাতে ঘি।

৪৭২। কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি।

৪৭৩। কুঁজোর কি চিত হৈয়ে শুইতে ইচ্ছা নাই।

৪৭৪। কুঁড়ে ঘরে বাস, খাট পালঙ্গের আশ।

৪৭৫। কুঁদের মুখে বেঁক থাকে না।

৪৭৬। কুকাটনি খড়ি খাবার রাক্ষস (বা যম)।

৪৭৭। কুকাষ্ঠ যদি থাকে চন্দনের বনে।
কখন না হয় সার চন্দনের গুণে॥

৪৭৮। কুকুর কাঁদে করে শিকার করা।

৪৭৯। কুকুরকে ঘি খাওয়াইলে লোম উঠে যায়।

৪৮০। কুকুরকে নাই দিলে ঘাড়ের উপর চড়ে!

৪৮১। কুকুরকে নাই দিলে পাতে বসিয়া খায়।

৪৮২। কুকুরকে মুগের পথ্য।

৪৮৩। কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে।

৪৮৪। কুকুরের পেটে ঘি সয়না।

৪৮৫। কুকুরের লেজে তেল দিলে কখন সোজা হয়না।

৪৮৬। কুড়ে গরু অমাবস্যা খোজে।

৪৮৭। কুড়ে [illegible] রাঙ্গা পালান।

৪৮৮। কুড়ে পাঁঠায় কড়ি।

৪৮৯। কুনটের নাট্য কিছু নয়।

৪৯০। কুমীরের সঙ্গে বাদ করে, জলের মধ্যে বাস।

৪৯১। কুরুক্ষেত্র ব্যাপার।

৪৯২। কুল আর জল, নীচে করে স্থল।

৪৯৩। কুলগাছ থাকিলে, অনেকে নাড়া দেয়।

৪৯৪। কুল্‌তো নয় কুলের আটি, বড় কঠিন।

৪৯৫। কুল ধুয়ে কি জল খাব।

৪৯৬। কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব।

৪৯৭। কুয়ার ব্যাং সাঁতারে পড়েছে।

৪৯৮। কুলান্তে ব্রাহ্মণোরিপুঃ।

৪৯৯। কূপ মণ্ডুক।

৫০০। কৃপণের ধন, তেড়েতের ফল।

৫০১। কৃপণের ধন ক্ষয়, রাজা বহ্নি তস্করে হয়।

৫০২। কেউ করে দানধ্যান, কেউ করে হাঁতা।
হাড়ির কোদালে তার, কাটা যায় মাথা॥

৫০৩। কেউ ভেনে কটে মরে, কেউ ফুঁ দিয়া গাল ভরে।

৫০৪। কেঁচো খুঁড়িতে সাপ উঠিল।

৫০৫। কেঁদেকেটে মরিবি, না, কাটনা কেটে পরিবি।

৫০৬। কেঁদেকেটে পীরিত, মেজে ঘষে রূপ।

৫০৭। কেজানে লেখা জোকা,এক২ [illegible] এক২ টাকা।

৫০৮। কেতাব নাই কোরাণ নাই, মনু খোনকার।

৫০৯। কেন বক২ করে, মাথা ধরাও।

৫১০। কেবল তুঁষ কাঁড়ান।

৫১১। কেবল দন্ত কড়মড়ি সার।

৫১২। কেবল পোড়াবার কাটখড়।

৫১৩। কোণে ছুঁচো ত্রিরাত্র করে। উঠনে দোওয়া গাই।

৫১৪। কোথাকার জল, কোথা মরে।

৫১৫। কোথা থেকে এলো শাঁক, শাঁকের মেক্ মেকানি, দেখ্।

৫১৬। কোথা রাম রাজা হবে, না? কোথা রাম বনে যাবে।

৫১৭। কোথায় কিছু নাই, নমাজের ধদ্দুড়ি।

৫১৮। কোথায় ধানহাটা, কোথায় মাস কাটা।

৫১৯। কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
শুকনো ডেঙ্গায় চালায় লা॥

৫২০। কোনকালে নাইক গাই।
চালন নিয়ে দুইতে যাই॥

৫২১। কোল্‌কে চোর।

৫২২। কোলে ছেলে, সহরে ঢেঁড়্‌রা।

৫২৩। কোলের ছেলে গলে, মাটীর ছেলে বলে।

৫২৪। কোলের ছেলে ফেলে দিয়ে, পেটের ভরসায় থাকা।

৫২৫। কৌড়ী লবে গুণে, পথ চলিবে জেনে।
মানুষ জানে ভাবে, ভাগ্য জানে লাভে॥

খ

৫২৬। খলের সুন্দর মতি নহে কদাচন।

৫২৭। খাইতে আনিল মূলা, আপনারি হৈল শূলা॥

৫২৮। খাইতে বলিলে মারিতে ধায়।
রাগীজনের ধন এইরূপে যায়॥

৫২৯। খাওয়ায়ে পরায়ে রাখিলাম দাসী।
কিন্তু সে হৈল পাড়া পড়সী॥

৫৩০। খাঁদা নাকে তিলক পরা।

৫৩১। খাঁদা নাকে নলক ঝুলানী।

৫৩২। খাঁদা নাকে নথ নাইক গোদা পায়ে মল।

৫৩৩। খাঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন।

৫৩৪। খা শত্রু পরে পরে।

৫৩৫। খাটভাঙ্গিলে ভূমি শয্যা।

৫৩৬। খাবার সময়ে কুঁড়ে পাথর।

৫৩৭। খায় দায় ভুলেনা, তত্ত্বকথা ছাড়ে না।

৫৩৮। খায় ধান, উছড়ে পিঠে।

৫৩৯। খায় না ধন সঞ্চয় করে। তার মুখে ছাই
দিয়ে খায় লৈয়ে পরে।

৫৪০। খিচুড়ি পাকিয়ে বস্‌লে।

৫৪১। খুঁয়ে তাঁতি লৈয়ে কেন তসোরে হাত।

৫৪২। খুঁয়ে তাঁতি বেয়াল্লিশ হাত।

৫৪৩। খুদ খাইতে মুখ নাই। কটকে রাঙ্গাথোপ।

৫৪৪। খুদ পায় না মলুকারে কাঁদে।

৫৪৫। খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কপাট।

৫৪৬। খেঁক শেয়ালী যুদ্ধের সময়ে বাঘ।

৫৪৭। খেতে পায়না পচা পুঁটী। হাতে পরে
হিরার আংটি।

৫৪৮। খেদাড়ে উঠন চসি।
বা (খেদাই না তোর উঠান চষি)॥

৫৪৯। খেয়ে খেয়ে কুমীর হৈয়েছে।

৫৫০। খেয়ায় কড়ি দিয়ে, ডুবে পার হওয়া।

৫৫১। খেয়ে দেয়ে পেট হৈল উবু।
সেলাম গো মল্লানি বুবু॥

৫৫২। খেয়ে বন্ধনে পড়া।

৫৫৩। খৈয়ে রাঁড়।

৫৫৪। খোঁজে খাঁজে চৌকিদারী।

৫৫৫। খোঁটার জোরে, মেড়া নড়ে।

৫৫৬। খোঁড়াকে খড়ম।

৫৫৭। খোঁড়ার পা খালেই পড়ে।

৫৫৮। খোদাকে কে দেখিয়াছে, তাঁর আক্কেলে চেনা যায়।

৫৫৯। খোষকে তৈল নাই, কলার বড়ায় সাধ।

৫৬০। খোষ খবরের ঝুঁটা ভাল।

গ

৫৬১। গঙ্গা মরা এলেন না।

৫৬২। গঙ্গায় সারি গাইলে গঙ্গা না হয় তুষ্ট।
দুষ্টের গুণ গানে, দুষ্ট না হয় শিষ্ট॥

৫৬৩। গঙ্গার জল গঙ্গায় রহিল।
পিতৃলোক উদ্ধার হইল॥

৫৬৪। গজ কচ্ছপী।

৫৬৫। গড়াতে চায় ঠাকুর, হৈয়ে বসে কুকুর।

৫৬৬। গণ্ডূষ জল মাত্রেণ, সফরী ফর ফরায়তে।

৫৬৭। গতর থাকিলে ভাত কাপড়ের দুঃখ কি।

৫৬৮। গয়ার পাপ।

৫৬৯। গরজে ঢেলা বয়।

৫৭০। গরু, জরু, ধান। দেখ বিদ্যমান।

৫৭১। গরু তোরে বেচ্‌ব, না, এখানেও ঘাস জল, সেখানেও ঘাস জল।

৫৭২। গরু থাকিতে না বয় হাল।
তার দুঃখ চিরকাল॥

৫৭৩। গরু মেরে জুতা দান।

৫৭৪। গরু মরিবে ধরিবে তুলে।
মানুষ মরিবে ধরিবে চেপে॥

৫৭৫। গলা নাই গান গায়।
মাগ নাই, শ্বশুর বাড়ি যায়॥

৫৭৬। গলাধঃকরণ হৈলে আর মনে থাকে না।

৫৭৭। গলায় আঙ্গুল দিয়া কাশ তোলা।

৫৭৮। গলায় গলায় পীরিত।

৫৭৯ গলায় পড়া বজায় সিদ্ধি।
বিপদে যায় বুদ্ধি শুদ্ধি॥

৫৮০। গাই নাই তো বলদ দোও।

৫৮১। গাইতে গাইতে গান্, বাজাতে বাজাতে বাইন্।

৫৮২। গাঁ নষ্ট কাণা, পুখুর নষ্ট পানা।

৫৮৩। গাঁ নাই তার সীমানা।

৫৮৪। গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া।

৫৮৫। গাঁয়ে মানে না আপনি মড়ল।

৫৮৬। গাছ রামায়ণ শুনতে বড় মিষ্ট।

৫৮৭। গাছে উঠাইতে অনেকে পারে।
কিন্তু নামাইতে কেহ পারে না।

৫৮৮। গাছে উঠিলেই দুটা দেখায়।

৫৮৯। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

৫৯০। গাছে চড়াইয়া আছাড়।

৫৯১। গাছে না উঠিতেই এক কান্দি।

৫৯২। গাছের আম গাছে রইল।
বোঁটা ●াল খসো।

৫৯৩। গাছের চেয়ে ফল ভারি।

৫৯৪। গাছের পাড়, তলারও কুড়াও।

৫৯৫। গাছের ফল গাছকে ভারি নয়।

৫৯৬। গাজনে উঠ্লে বাপকে শালা বলে।

৫৯৭। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা।

৫৯৮। গাধা, সকল বহিতে পারে, কেবল ভাতের
কাঠি বহিতে পারে না।

৫৯৯। গাব তলায় যদি আম পাই। তবে আমতলায়
কেন যাই।

৬০০। গায়ে উড়ে খড়ি, কলপ দেওয়া দাড়ি।

৬০১। গায়ে পড়া বজায় সিদ্ধি।

৬০২। গায়ে নাই রস, রাঙ্কে গণ্ডাদশ।

৬০৩। গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় ফুলোল তেল।
অথবা গায়ের গন্ধে ঘুম হয় না, মাথায় ফুলোল তেল।

৬০৪। গালুয়ারকাছে মাল হারে।

৬০৫। গিরের কড়িদিয়ে মদ খায়, লোকে বলে মাতাল

৬০৬। গিন্নি ভাঙ্গ্‌ল জাইড়, হৈল খান চাইর।
বউ ভাঙ্গল মুচি, হৈল কুচি কুচি।

৬০৭। গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট।

৬০৮। গুড়, অন্ধকারেও মিষ্ট লাগে।

৬০৯। গুণ নাই, জ্ঞান নাই, পাপিষ্ঠাম সার।

৬১০। গুণে গেঁথে বরা পাগ্‌লা।

৬১১। গুণে পালান দিতে নাই।

৬১২। গুণের মধ্যে চোখ্‌ ঠারা।

৬১৩। গুয়ে বলে গোবরা দাদা, মানুষের নামকি বনমালী।

৬১৪। গুরু ঘাঁটায়ে বিদ্যা পায়।
আর, মূর্খ ঘাঁটায়ে মার খায়॥

৬১৫। গুরু মারা বিদ্যা।

৬১৬। গুরুর কথা না শুনে কাণে।
প্রাণ যায় তার হড়্‌কা টানে।

৬১৭। গেঁয়ে যোগী ভিক্ পায়না।

৬১৮। গেড়ের ব্যাং কি স্বর্গ দেখে।

৬১৯। গোঁফ্খেজুরে।

৬২০। গোঁফে আটা মুখে তৈল।

৬২১। গোঁয়ারের মরণ, গাছের আগায়।

৬২২। গোজন্ম ঘুচে গন্ধর্ব্ব জন্ম হৈল।

৬২৩। গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

৬২৪। গোদা পায়ে পাশুলী।

৬২৫। গোদা পায়ের লাথি।

৬২৬। গোপাল সিংহের বেগার।

৬২৭। গোবর গণেশ।

৬২৮। গোবরে পদ্ম ফুল।

৬২৯। গোবরে গন্ধ।

৬৩০। গোবুরে পোকা পদ্ম মধু খেতে চায়।

৬৩১। গোবুরে পোকা, প্রদীপ নিবাইবার আঁধি।

৬৩২। গোয়ালার চোঁয়া, উবুড় করিলেই নাই।

৬৩৩। গোলে হরি বোল।

৬৩৪। গ্রহণ লাগিলে সকলেই দেখে।

৬৩৫। গ্রহণের চাঁদ।

৬৩৬। গৃহস্থ বলে আলুনি খেলাম।
ছাগল বলে প্রাণে মোলাম॥

৬৩৭। গৃহস্থে অলক্ষ্মী পায়।
চাউল কুটে পিঠে খায়॥

৬৩৮। গৃহিণী ভাত পায়না। কুত্তা লাড়ে ঘাড়।

ঘ

৬৩৯। ঘট্‌কালি করিতে গিয়ে বিয়ে করে এল।

৬৪০। ঘড়িক্‌কে ঘোড়া ছোটে।

৬৪১। ঘন্টার গরুড়ের মত কণ্ঠাগত প্রাণ।

৬৪২। ঘর থাকিতে বাবুই ভিজে।

৬৪৩। ঘর নেই তার মাঝের পাড়া।
চাউল নেই তার ধুচনি নাড়া॥

৬৪৪। ঘর নেই দ্বার বাঁধে, মাগ নেই ছেলের জন্যে কাঁদে॥

৬৪৫। ঘর পোড়ার কাঠ।

৬৪৬। ঘর বলে নাম হউক, টোকা মাথায় দিয়ে থাকিতে হউক।

৬৪৭। ঘর বাসী দ্বার বাসী, গিন্নি করে একাদশী।

৬৪৮। ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।

৬৪৯। ঘরামির ঘর ছেঁদা।

৬৫০। ঘরে ঘরে চুরি, তাইতে প্রাণ ধরি।

৬৫১। ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন। বাহিরে কোঁচার পত্তন।

৬৫২। ঘরে নাই অষ্টরম্ভা, বাহিরে কোঁচা লম্বা।

৬৫৩। ঘরে নাই দশটি পথে পথে ফষ্টি।

৬৫৪। ঘরে নাই ফুটোভাঁড়, ছোঁড়ার নাম দুর্গারাম

৬৫৫। ঘরে ভাত নাই, চোঁপায় দড়।

৬৫৬। ঘরে ভাত নাই, দ্বারে চাঁদোয়া।

৬৫৭। ঘরে শাক্‌সিজানা, বাহিরে বাবু আনা,
এটা কি লোক জানানা।

৬৫৮। ঘরের খুঁটি না থাকিলে, অমনি পড়ে।

৬৫৯। ঘরের ঢেঁকি কুমীর।

৬৬০। ঘরের ভাত খেয়ে, বনের মহিষ তাড়ান।

৬৬১। ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে।
গোয়ালে গরু টাঁকে।

৬৬২। ঘর্ষিলে পাথর জীর্ণ হয়।

৬৬৩। ঘাটে গিয়াছে জায়ের মা, দেখে আইল
বাঘের পা। সে বলিল আমি শুনিলাম,
মরিবর্ত্তি বাঘ দেখিলাম।

৬৬৪। ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে আছি।
কিন্তু কাণ্ডারী নাই।

৬৬৫। ঘাটের নৌকা ঘাটে রহিল।
কাণ্ডারী দূরে পলায়ে গেল॥

৬৬৬। ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়াছে।

৬৬৭। ঘায়েতেই মাছি বসে।

৬৬৮। ঘা শুকালে চিহ্ন থাকে।

৬৬৯। ঘুঁটে কুড়াইতে গিয়া মহীপালের গীত।

৬৭০। ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে।

৬৭১। ঘুঘু দেখছ, ফাঁদ দেখ নাই।

৬৭২। ঘুম নাই যোগীর, আর ঘুম নাই রোগীর।

৬৭৩। ঘুমন্ত বাঘকে চিইওনা।

৬৭৪। ঘুষ্‌পেলে আমলা তুষ্ট।

৬৭৫। ঘোড়া চিনি কাণে, আর দাতা চিনি দানে।
মানুষ চিনি হাসে। মতি চিনি ভাসে।

৬৭৬। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া।

৬৭৭। ঘোড়া দেখিলেই খোঁড়া হয়।

৬৭৮। ঘোড়া হৈলে চাবুকে আট্‌কে না।

৬৭৯। ঘোড়ার খুরে উড়ে গেল, পলাসি পরগণা।

৬৮০। ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়া ঢকিয়াছে।

৬৮১। ঘোড়ার ডিম মৌ আলু।

৬৮২। ঘোড়ার গোয়ালে গো দান।

৬৮৩। ঘোমটার ভিতরে খেম্‌টা।

৬৮৪। ঘোল খাবেন রামকৃষ্ণ, কড়ি দিবেন কালী।

৬৮৫ ঘোল মাগিতে, পিছে ভাঁড়।

৬৮৬। ঘোলে অম্বলে করা।

চ

৬৮৭। চক্ষু থাকিতে কাণা।

৬৮৮। চক্ষুর কাজল গালে হৈল।

৬৮৯। চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ

৬৯০। চক্ষে দেখিলে শুনিতে চায়।
এমন নির্ব্বোধ আছে কোথায়॥

৬৯১। চটকস্য মাংসং ভাগ শতং।

৬৯২। চড়ের ঘায় তুচ্ছ, ফুলের ঘায় মূর্চ্ছ।

৬৯৩। চড়ুকে হাসি।

৬৯৪। চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়, রামা চড়ে ঘোড়া।

৬৯৫। চন্দনং ন বনে বনে।

৬৯৬। চন্দ্রের আশীর্ব্বাদ।

৬৯৭। চল্‌তে জানেনা লাফ্‌ড়িংরা।
পথকে বলে হেটাটিংরা।

৬৯৮। চাঁদের কাছে জোনাকীপোকা।

৬৯৯। চাঁদের গায় থুথু ফেলিতে আপন গায় লাগে।

৭০০। চাঁদের হাট বাজার।

৭০১। চাকরি তাল পাতার ছায়া।
(বা, চাকরি মেঘের ছায়া)
মিছা তার মায়া ছায়া॥

৭০২। চাকরি না কুকুরি।

৭০৩। চাচা! আপন আপন বাঁচা।

৭০৪। চাঁচা মরে সেও ভাল।
তবু পরের কাস্তে যেন হারায় না।

৭০৫ চাটাদূর্ব্বা পড়ে আছে।

৭০৬। চাপ পড়িলেই বাপ বলে।

৭০৭। চাপিলে বোঝা, বাপের ঘাড়ে ঢালে।

৭০৮। চাপের গোবর, উশাস* নাগর।

৭০৯। চাম্‌চিকে আবার পাখি।

৭১০। চামের শরীর কাজে ক্ষয় হয় না।

৭১১। চারি কড়ার চেটা নয়, চণ্ডীমণ্ডপে বসা।

৭১২। চারি কড়ার পিটে পেলে। বাপকে বলে শ্যালা॥

৭১৩। চাল নাই চুলা নাই, হাটের মাঝে রাজত্ব।

৭১৪। চাল† নেই ধান নেই গোলা ভরা ইন্দুর।
ভাতার নেই পুত নেই কপাল ভরা সিন্দুর॥

৭১৫। চাল নেই চুলো। ঈশ্বর করেছেন
আমায় দোর্ দোর্ বুলো॥

৭১৬। চালুনী বলে ছুঁচ, তুমি নাকি ছেঁদা।

৭১৭। চালুনীর শরীর ঝর্ ঝর্ করে।
চালুনী সভায় বিচার করে॥

---

* স্পর্দ্ধা। † চাউল।

৭১৮। চালে খড় নাই ঘরে বাতি।
বিছানা নাই পোহায় রাতি॥

৭১৯। চালে থেকে পড়্‌ল বিছে।
এই সত্য এই মিছে॥

৭২০। চালে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরির মায়ের গলায় ব্যথা।

৭২১। চালের জল কখন উজান যায় না।

৭২২। চাসা মরে সেও ভাল। তবু পরের
কাস্তে যেন হারায় না।

৭২৩। চাসা যদি করে হিত।
কর্‌তে কর্‌তে বিপরীত॥

৭২৪। চাসায় কখন মদের স্বাদ জানে না।

৭২৫। চাসার কেবল এগার মাস দুঃখ।
আর সকল মাস সুখ॥

৭২৬। চাসার গদি৷ কাস্তের ঠোকর।

৭২৭। চাসার চাস, অন্যের হা, বিলাস।

৭২৮। চাসার ছেলে পাশাখেলে নিত্যবলে দশ।

৭২৯। চাসার মুখ নয়, আখার মুখ।

৭৩০। চাসের কোণে, বাণিজ্যের ধনে।

৭৩১। চিঁড়ের বাইশ ফের।

৭৩২। চিঙ্গড়ি মাছ পিছে হাঁটে।

৭৩৩। চিত্তেতে মুখ নাই, গোলক মুখে হাসি।

৭৩৪। চিনন্ত লোকের কোঁচায় কাজ কি ?

৭৩৫। চিনির বলদ।

৭৩৬। চিরকাল কিছুই নয়, জগৎ কেবল মায়াময়।

৭৩৭। চির দিন সমান যায় না।

৭৩৮। চুড়, যম জিনতে যায়।

৭৩৯। চুরি করিলে বাক্য সরে না।

৭৪০। চুল্‌কিয়ে ঘা করা।

৭৪১। চুলচিরে ভাগ করা।

৭৪২। চুল থাকেত বাঁধি। গুণ থাকেত কাঁদি।

৭৪৩। চুল ধরিতে মূল নাই।

৭৪৪। চুল নাই তার পেটে পাড়া।

৭৪৫। চুলার উপরে ক্ষীর, মন নহে স্থির।

৭৪৬। চেটায় শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখা।

৭৪৭। চেনা বামণের পৈতায় কি কাজ।

৭৪৮। চেনা বামণের ফোঁটায় কি কাজ।

৭৪৯। চেয়ে রয়েছেন কেয়ো, পেকে রয়েছে ডেয়ো।

৭৫০। চৈত্র মাসে রাস।

৭৫১। চৈতে কাপ।

৭৫২। চোক বুঁজিলেই অন্ধকার।

৭৫৩। চোকে ধুলা দিয়ে নিয়ে গেল।

৭৫৪। চোকে ভেল্‌কী লাগা।

৭৫৫। চোর খুঁজে অন্ধকার।

৭৫৬। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

৭৫৭। চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।
যদি পড়ে ধরা তবে হাতে পায়ে দড়া॥

৭৫৮। চোরকে বলে চুরি কর্‌তে, গৃহস্থকে বলে
সাবধান হৈতে।

৭৫৯। চোরা গাইর সঙ্গে কপিলা গাই বাঁধা যায়।

৭৬০। চোরা চাহে ভাঙ্গা বেড়া।

৭৬১। চোরা না শুনে ধর্ম্ম কাহিনী।

৭৬২। চোরে চোরে মাসতুত ভাই।

৭৬৩। চোরে নিলে গরু সর্ব্বত্র ঘাস।

৭৬৪। চোরের উপর বাটপাড়ি।

৭৬৫। চোরের ঘা সীমাতেও নাই সহিতেও নাই।

৭৬৬। চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।

৭৬৭। চোরের মন বোঁচকার দিকে।

৭৬৮। চোরের মার কান্না।

৭৬৯। চোরের মার বড় গলা। আর চাহে দুদ কলা।

৭৭০। চোরের রাত্রিবাস লাভ।

৭৭১। চোরের সঙ্গে বাদ করে ভূমিতে ভাত খাওয়া!

৭৭২। চোরের সাক্ষী গাঁইট কাটা।

৭৭৩। চৌদ্দ শাকের মধ্যে, ওল পরামাণিক।

ছ

৭৭৪। ছয় মাসের ভাত থাকিতে কাদা খাওয়া।

৭৭৫। ছয়ত্তি বিষ নাই, কুলা পানা চক্র।

৭৭৬। ছয়ৎ কুশলে থাক করে খাব কামাই।
বিস্তর করিল পেটের পুতে কি করিবে জামাই॥

৭৭৭। ছাইতে জানিনা, গোড় চিনি।

৭৭৮। ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা।

৭৭৯। ছাই মুড়ি দিয়ে ঘি ভাত খাওয়া।

৭৮০। ছাঁইচ্ তলাতে খাবি খায়।
সমুদ্র পার হৈতে চায়॥

৭৮১। ছাগলে কি না খায়
পাগলে কি না বলে॥

৭৮২। ছাগলের পায়ে জব নাড়া।

৭৮৩। ছাতার বলে গাঁ আমার।

৭৮৪। ছাতার* মুখ, ভাতারের আধা জলপান।

৭৮৫। ছাতারের নৃত্য দেখে ময়ুরপক্ষী হাসে।

৭৮৬। ছাতি দিয়ে মাথা রাখা।

৭৮৭। ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়িয়াছে।

৭৮৮। ছারপোকার বিয়েন।

---

* স্ত্রীর মুখভঙ্গী।

৭৮৯। ছারে ক্ষারে যায়।

৭৯০। ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনি। পুড়েঝুড়ে রাধুনি।

৭৯১। ছিচ্‌কে চোর।

৭৯২। ছিল ঢেঁকি হৈল তুল। কাট্‌তেং নির্ম্মূল।

৭৯৩। ছুঁচ্‌ কিনিতে সাবল হারাণ।

৭৯৪। ছুঁচ, সোহাগা, সুজন।
ভাঙ্গা গড়েন তিন জন॥

৭৯৫। ছুঁচ হইয়া সেঁধিয়ে ফাল হৈয়ে বাহিরায়।

৭৯৬। ছুঁচোয় যদি আতর মাখে।
তবু কি তার গন্ধঢাকে॥

৭৯৭। ছুঁচোর গন্ধে রক্ষা নাই। বোট্‌কা গন্ধ কয়॥

৭৯৮। ছুঁচোর গৃহে আতস বাজি।

৭৯৯। ছুঁচোর গোলাম চামচিকে।
তার মাহিনা চৌদ্দসিকে॥

৮০০। ছুঁচোর গোলাম চামচিকে।
ইন্দুরকে বলে ঘরনিকে॥

৮০১। ছেঁড়া চুলে খোপা বাঁধা।

৮০২। ছেড়া চুলে বিউনি গাঁথা।

৮০৩। ছেঁড়া ধুকড়ির ভিতর খাসা চাউল।

৮০৪। ছেঁড়া চেটায় শুয়ে লক্ষটাকার স্বপ্ন দেখা।

৮০৫। ছেড়েদে মা কেঁদে বাচি।

৮০৬। ছেলে আমার তোতা পাখি।

৮০৭। ছেলেকে নাই বুড়ো খই।

৮০৮। ছেলে নাই মাগ নাই যার।
পোড়া কপাল তার॥

৮০৯। ছেলের নাম ভেড়াকান্ত।

৮১০। ছেলের মুখে বুড়োর কথা।

৮১১। ছেলের মতন হাত পা, বুড়োর মতন কথা।

৮১২। ছেলের হাসি কান্না বুঝা যায় না।

৮১৩। ছেলের হাতের মোয়া নয় যে
ভোগা দিয়ে খাবে।

৮১৪। ছোট মুখে বড় কথা শুনে অঙ্গ জ্বলে।

৮১৫। ছোট লোকের বৃদ্ধি হইলে পৃথিবীকে
শরার মত দেখে।

জ

৮১৬। জঙ্গলা কখন পোষ মানে না।

৮১৭। জঙ্গলা ভালুকের মত রোঁয়া গায়।

৮১৮। জন্ম গেল ছেলে খেতে আজ বলে ডাইন।

৮১৯। জন্ম হউক যথা তথা, কর্ম্ম হউক্ ভাল।

৮২০। জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমাইর চৈত্রমাসে রাস।

৮২১। জপ তপ কর কি মরিতে জানিলে হয়।

৮২২। জপ নাই তপ নাই ভস্মমাখা গায়।

৮২৩। জপের সঙ্গে খোজ নাই, ফটিকে রাঙ্গা থোপ।

৮২৪। জমীদারের ভাল বাসা।
মুছলমানের মুরগী পোষা॥

৮২৫। জয়কালে ক্ষয় নাই, মরণ কালে ঔষধ নাই।

৮২৬। জল্‌কেটে সেহালায় বাধে।

৮২৭। জল খেয়ে জাতি জিজ্ঞাসা করা।

৮২৮। জল দিয়ে জল বাহির করা।

৮২৯। জল স্রোত হইলেও কুক্কর লেহে।

৮৩০। জল হৈলে বাধে।

৮৩১। জলে জল মিশাইল।

৮৩২। জলে ডুবদিয়ে থাক্‌লে মাথা ভেসে উঠে।

৮৩৩। জলে তৈল মিশ্‌ খায় না।

৮৩৪। জলে পাথর পচেনা।

৮৩৫। জলে কুমীর ডেঙ্গায় বাঘ।
যে পারে সে ভাঙ্গে ঘাড়॥

৮৩৬। জলে বই জল বাধে না।

৮৩৭। জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বাদ

৮৩৮। জলের আলপানা।

৮৩৯। জলের কুমীর ডেঙ্গায় এলো।

৮৪০। জলের পুকুরে আগুণ লেগেছে।

৮৪১। জলের সাধ কি ঘোলে মিটে।

৮৪২। জাগন্ত ঘরে চুরি নাই।

৮৪৩। জাত গেল পেট ভর্‌ল না।

৮৪৪। জাত যাউক্ রহুক্ মান।

৮৪৫। জাত গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ।

৮৪৬। জাতি বৈষ্ণবের ভেকেতে কি কাজ।
ভেক কেবল হয় পরিচয়ের সাজ॥

৮৪৭। জামাতা দশম গ্রহ।

৮৪৮। জামীন হয় দিতে, গাছে উঠে মরিতে।

৮৪৯। জালে লাউ গাঁথা।

৮৫০। জাহাজের মাস্তুলের ভর কি জেলে ডিঙ্গিতে সয়।

৮৫১। জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।

৮৫২। জীয়ন্তে না দিলে তুড়ি।
মলে* দিবে বেণাগাছ মুড়ি॥

৮৫৩। জুয়ার গেলে ডাক্‌লে কি ফল।

৮৫৪। জেঠাম কর না।

৮৫৫। জেতের উপর বাঁটা চড়ান।

৮৫৬। জেন্ত মানুষকে পোকা পড়াইয়া দেয়।

৮৫৭। জেলের পরণে টেনা, পাঁজারির কাণে সোণা।

৮৫৮। জোঁকের গায় কি জোঁক বসে।

---

* মরিলে।

৮৫৯। জোঁকের মুখে চুন পলা। (বা লুণ পল)।

৮৬০। জ্বরে কি করে, বাতিকে পুড়িয়ে মারে।

৮৬১। জ্বলন্ত মুড়।

৮৬২। জ্বালার উপর জ্বালা।

৮৬৩। জ্বালা দিতে নাই ঠাঁই। জ্বালা দেয়
সতীনের ভাই॥

ঝ

৮৬৪। ঝক্ড়ায় ঝড়ের আকার।

৮৬৫। ঝাঁপানে উঠিলে বাপ্‌কে বলে শ্যালা।

৮৬৬। ঝাঁপানে উঠ্‌লে জ্ঞান থাকে না।

৮৬৭। ঝাঝুরি বলেন ছুঁইকে তুমি বড় ফুট।

৮৬৮। ঝাড় ঝাড় উচ্ছের ঝাড়।
ঝাড়েমূলে তেত তার॥

৮৬৯। ঝাড়ের দোষ।

৮৭০। ঝিকে মেরে বৌকে শিখান।

৮৭১। ঝুরো লুশে কুপ কাইত।

৮৭২। ঝোপ্ বুঝে কোপ্।

ট

৮৭৩। টাক্, প্রকৃতি, গোদ, মরিলে হয় শোধ।

† পাড়ল।

৮৭৪। টোকো, কাঁজি, লূণের ক্ষয়।
কৃপণের দ্বিগুণ হয়॥

ঠ

৮৭৫। ঠক্ চাচার দরবার।
৮৭৬। ঠক্ বাচিতে গাঁ উজোড়।
৮৭৭। ঠক্ মারিতে গ্রাম শূন্য।
৮৭৮। ঠন্ ঠন্ মদনগোপাল।
ছেলে নাই মাগ নাই পোড়া কপাল॥
৮৭৯। ঠারে ঠোরে উনিশ বিশ।
দাদার কড়ি দিদিকে দিস্॥
৮৮০। ঠুক্রে ঠুক্রে প্রাণ গেল।
৮৮১। ঠাকুর ঘরে কেও, আমি ত কলা খাই নাই।
৮৮২। ঠাকুর হইতে কুকুরের নাম বড়।
৮৮৩। ঠাট্ ঠমকে বিকায় ঘোড়া।
৮৮৪। ঠেঁটা লোকের মুখে আঁট।
বাহিরে থেকে কাটে গাঁট॥
৮৮৫। ঠেকারে গেদারে ছুঁড়ি, পথ থাক্‌তে কাণা।

ড

৮৮৬। ডহরে পড়ে খাবি খায়।
৮৮৭। ডাইন কাণ উভ করে মলে, কাশীতে স্বর্গ হয়।

৮৮৮। ডাইনে আনিতে বামে নাই।

৮৮৯। ডাইনের মায়া।

৮৯০। ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ।

৮৯১। ডুম্বুরের ফুল।

৮৯২। ডুব দিয়ে জল খেলে, একাদশীর বাপেও জানিতে পারে না।

৮৯৩। ডেকে ষাঁড় লওয়া।

৮৯৪। ডেড়্ বুড়ির ভাড়ানি, চাটিগাঁয় বরাৎ।

৮৯৫। ডোলভরা আশা, কুলা পোরা ছাই।

ঢ

৮৯৬। ঢলাঢলা লাউপাতা, তোমার ভেয়ের গোণাগাঁথা

৮৯৭। ঢাক্ ঢোল বেজেগেল, কুলার ডগ্‌ডগী।

৮৯৮। ঢাক্ থুয়ে চণ্ডীপাঠ।

৮৯৯। ঢাক্‌থো পাছাড় লাগ।

৯০০। ঢাকের কাছে টিমটিমী।

৯০১। ঢাকের দায়ে মনসা বিকিল।

৯০২। ঢাকীশুদ্ধ সহমরণ (বা বিসর্জ্জন)।

৯০৩। ঢাল নাই তরওয়ার নাই, আনন্দিরাম সরদার।

৯০৪। ঢালে খাঁড়ায় বেহাতী।

৯০৫। ঢিপ্‌লে সুবোধ।

৯০৬। ঢেউ দেখে না ডুবিও না।

৯০৭। ঢেঁক্‌শেলে না উঠতে পায়।
হাবলে হাবলে কুঁড় খায়॥

৯০৮। ঢেঁক্‌শেলে যদি মাণিক পাই।
তবে কেন পর্ব্বতে যাই॥

৯০৯। ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াউক্ না, গড়ে পড়্‌লেই হৈল।

৯১০। ঢেঁকির কচ্‌কচি।

৯১১। ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও ধানভানিতে হয়।

ত

৯১২। তপ্তজলে ঘর পুড়ে না।

৯১৩। তবুত ধেনু বলি নি।

৯১৪। তলে তলে জড়্‌কাটে, উপরে জল ঢালে।

৯১৫। তাঁতি কুলও গেল, বৈষ্ণব কুলও গেল।

৯১৬। তাঁতির খৈয়ে বন্ধন।

৯১৭। তাত্‌সহেত বাত সহে না।
মানীর মান কখন যায় না॥

৯১৮। তালগাছে বাবুয়ের বাসা।
নেড়া মাগির দেখ্‌ তামাসা॥

৯১৯। তালপাতার ছায়া।

৯২০। তালপাতার সিপাই।

৯২১। তালপুকুর নাম আছে।

৯২২। তাল বাড়ে ঝোপে, খেজুর বাড়ে কোপে।

৯২৩। তালে হাত মাদালে হাত।

৯২৪। তাহার ভক্তি দেখে হরিভক্তি উড়ে গেল।

৯২৫। তিনকাল গেছে এককাল আছে।

৯২৬। তিন মাথা যার, বুদ্ধি লবে তার।

৯২৭। তিন সুবুদ্ধির কথা।
জলে আগুণ লাগ্‌লে মাচ্ থাকে কোথা॥

৯২৮। তিনি আছেন রাজপথে।
দূর্ব্বাঘাসের কোঁত্‌কা হাতে॥

৯২৯। তিলকাঞ্চনে দানসাগরের কীল।

৯৩০। তিল্‌কে তাল করে বসে।

৯৩১। তীর্থের কাকের মত বসে থাকা।

৯৩২। তুই খল্‌সে মুই খল্‌সে একই বিলের মাচ্।
তোর মরণে মরিব আমি, আমার
কোমর ধরে নাচ্॥

৯৩৩। তুঁষে পাড় দেওয়া।

৯৩৪। তুঁষের আগুণ।

৯৩৫। তুতে ছেলে।

৯৩৬। তুফানে পড়িয়া বলে পীর বদর বদর।

৯৩৭। তুমি কি স্বর্গে বাতি দিবে।

৯৩৮। তুমি কি হাত ধুয়ে এড়াবে।

৯৩৯। তুমি খাচ্ছ আমার জুড়িয়ে যাচ্ছে।

৯৪০। তুমি গোঁফ্ খেজুরে।

৯৪১। তুমি ঠাকুর হাব্‌লা, ফুলখাও খাব্‌লা খাব্‌লা।

৯৪২। তুমি নাকে সরিষার তৈল দিয়া ঘুমাও।

৯৪৩। তুমি ফের ডালে ডালে,
আমি ফিরি পাতায় পাতায়।

৯৪৪। তুমি সিফাই কাটানে ঘোড়া।

৯৪৫। তুলা দিয়ে সহাইয়া মই দিয়ে উল্‌তে হয়।

৯৪৬। তুলার গুঁছা বাঁশ মাকাটে।
আর গাঁয়ের গুঁছা ভুনট্ খট্যে॥

৯৪৭। তেল, তামাকু, তপন তুলা, তপ্তভাতে ঘি।
পাছুড়ি না ছুড়ি আর শ্বাশুড়ির ঝি॥

৯৪৮। তেল দেও সিন্দুর দেও, ভবি ভুলিবার নয়

৯৪৯। তেলাপোকা আবার পাখি হইল।

৯৫০। তেলা মাথায় তেল দিতে সবাই পারে।

৯৫১। তেলে জল মিশ খায় না।

৯৫২। তেলে বেগুণে জ্বলে উঠ্‌ছে।

৯৫৩। তৈয়ারি খানা মত্ ছোড়্।

৯৫৪। তোত্‌লা পুরুত, কালা যজমান।

৯৫৫। তোদের বাড়িতে কিসের খস্‌খসি।
এক পলা তৈল নৈয়ে আশীজনে ঘষি॥

৯৫৬। তোমার পাঁচিরে আমার একচালা নয়।

৯৫৭। তোমার কথায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

৯৫৮। তোমার গুণে পালান দিতে নাই।

৯৫৯। তোমার গুণের বালাই লৈয়ে মরি ।

৯৬০। তোমার পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ॥

৯৬১। তোর ঢেকে রাখ, মোর বিকিয়ে যাউক্।

৯৬২। তোর পায়ে পড়ি, না তোর কাজের পায় পড়ি।

৯৬৩। তোর শিল তোর নোড়া,
তোরই ভাঙ্গ্‌ব দাঁতের গোড়া ।

৯৬৪। ত্বরিত দান মহাপুণ্য।

৯৬৫। ত্বরিতানন্দ।

থ

৯৬৬। থাকিতে গরু না বয় হাল।
তার দুঃখ চির কাল॥

৯৬৭। থাকিলে তালুইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়।
না থাকিলে আপনার বাপের শ্রাদ্ধও হয় না।

৯৬৮। থাকে লক্ষ্মী, যায় বালাই।

৯৬৯। থানের ঘোড়া ঘাস পায় না, দল চরিকে দানা।

৯৭০। থালা হারাইলে, জলের কলসিতে হাত।

৯৭১। থালায় মালায়।

৯৭২। থালির মধ্যে হাতি পোরা।

৯৭৩। থুড়িথাক্ তোর জীবনে।

৯৭৪। থোতা মুখ ভোতা।

৯৭৫। থুথু দিয়ে ছাতু ভিজান (বা মাখা)

দ

৯৭৬। দইয়ের আগে মণ্ডা ভাঙ্গে।

৯৭৭। দক্ষিণে ভায়ার লাট্রে বাবা।

৯৭৮। দফ্রা গাজির কুড়ুল, লড়ে চড়ে খসেনা।

৯৭৯। দয়ার পর ধর্ম্ম নাই, হিংসার পর পাপ নাই।

৯৮০। দরিদ্রের ধন।

৯৮১। দশচক্রে ভগবান্ ভূত।

৯৮২। দশ মুখে ধর্ম্ম।

৯৮৩। দশ দিনকার পচা খায়।
সালো দেখিলে নেকার পায়॥

৯৮৪। দশহাত কাপড়ে কাছা নাই।

৯৮৫। দশে নাহি বলে অমূলক।

৯৮৬। দশে বল্লে ছি ; তার বাঁচ্লেই বা কি।

৯৮৭। দশে মিলি করি কাজ।
হারি জিনি নাহি লাজ॥

৯৮৮। দশের লাঠি একের বোঝা।

৯৮৯। দাওয়া মাড়া যত দিন।
বাপ্ খুড়া তত দিন ॥

৯৯০। দাঁড়ালে দণ্ড বসিলে পর।
পথ বাড়ে দূরে যায় ঘর ॥

৯৯১। দাঁড়াইলে পোয়া বসিলে ক্রোশ।
পথ বলে মোর কিসের দোষ।

৯৯২। দাঁড়িকে মাজি করা।
মাঝ গাঙ্গে ডুবে মরা ॥

৯৯৩। দাঁত আর ভাই, বিচল হইলে মন্দ।

৯৯৪। দাঁত ছাড়্ পিঠে গড় করি।

৯৯৫। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানা যায় না।

৯৯৬। দা কুমড়া সম্বন্ধ।

৯৯৭। দাতা নষ্ট দানে। হিংসক নষ্ট কাণে ॥

৯৯৮। দাতায় দান করে, বখিলের মুখ শুকায়।

৯৯৯। দাতার আগ, কৃপণের শেষ।

১০০০। দাতার চেয়ে বখিল ভাল, ত্বরিত জবাব দেয়।

১০০১। দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।

১০০২। দাদা বই আর পাইক নাই।

১০০৩। দাদার ভরসা বামে ছুরি।

১০০৪। দাদার যত বল, তা বড় বৌকে ছাপা নাই।

১০০৫। দাদার স্বাক্ষর।

১০০৬। দানও দেয়, অব্রাহ্মণও হয়।

১০০৭। দানী ভাঁড়ান যায়, সঙ্গী ভাঁড়ান যায় না।

১০০৮। দানেতে দুর্গতি খণ্ডে, কালে খণ্ডে অপমান।
নিষ্ফলা হইলে বৃক্ষ, খণ্ডে তার প্রাণ॥

১০০৯। দায় বালি কুড়ুলে শিল।
ভাল মানুষকে ভাল কথা বজ্জাতকে কীল॥

১০১০। দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন।

১০১১। দায়ে পড়িলে শালগ্রামের পৈতে বেচে খায়।

১০১২। দায়ে পড়ে বাবা বলা।

১০১৩। দরিদ্র দোষে গুণ সমূহ নষ্ট হয়।

১০১৪। দিগুনা আর ননদ নাড়া।
ইহার পরে শুন্‌বে বাড়া॥

১০১৫। দিন যায় কথা থাকে।

১০১৬। দিন থাকিতে বাঁধে আল, তবেখায় নানা শাল।

১০১৭। দিনে ভাগ রেতে ঠিকে।

১০১৮। দীনের দিন যায় না।

১০১৯। দীনের দিন কি এমনি যাবে।

১০২০। দুই স্ত্রী যার, বড় দুখ তার।

১০২১। দুই হাঁড়ি একত্রে থাকিলেই ঠেকাঠেকী লাগে।

১০২২। দুঃখী যায় লঙ্কা পার।
তবু না ঘুচে কাঁদের ভার॥

১০২৩। দুঃখী যায় সুখীর কাছে।
দুঃখ যায় তার পাছে২॥

১০২৪। দু গেড়ের চ্যাং।

১০২৫। দুগ্ধের স্বাদ কি ঘোলে মিটে।

১০২৬। দুদের মাছি।

১০২৭। দুধ নেই বাটী নেই চুষক্‌খানি সার।

১০২৮। দুরাত্মার চেয়ে দীনাত্মা ভাল।

১০২৯। দুর্গাপুজায় শঙ্খ বাজে, ষষ্ঠী পূজায় ঢোল।

১০৩০। দুঃখের উপরে টনকের ঘা।

১০৩১। দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার।

১০৩২। দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।

১০৩৩। দুর্ভিক্ষের (বা আকালের) অন্ন যুগের খোঁটা।

১০৩৪। দুর্য্যোধনের শকুনি মামা।

১০৩৫। দুর্য্যোধনের মরণ।

১০৩৬। দুষ্টগরু থাকা চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

১০৩৭। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা, ঘুনিয়ে বসে পাশে।
কথা দিয়ে কথা লয় প্রাণে মারে শেষে॥

১০৩৮। দুষ্‌মন্‌কে উচু পিঁড়ে।

১০৩৯। দেখ্‌ তোর, না দেখ মোর।

১০৪০। দেখ্‌ পৈতে মার ভাত।

১০৪১। দেখ্‌তে সুশ্রী, নীচ ব্যবহার।

১০৪২। দূরের কেশ্যে ঘন দেখায়।

১০৪৩। দেখা দেখি চাস্, লাগা লাগী বাস।

১০৪৪। দেখিতে কাল, খেতে ভাল।

১০৪৫। দেখিতে পাইলে কেহ শুনিতে চায় না।

১০৪৬। দেখিলেই প্রেম, না দেখিলেই কলার ডিম।

১০৪৭। দেখে গ্যাছ সেই, নিয়ে বসেছি এই।
তবু আবাগিরা বলে কতই খায়॥

১০৪৮। দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম।

১০৪৯। দেখে শুনে পেটের পিলে চম্‌কে।

১০৫০। দেখেশুনে হৈলাম হদ্দ।
আর কত গড়াবে শ্রাদ্ধ॥

১০৫১। দেদো জানে দেদোর মর্ম্ম।

১০৫২। দেব গড়িতে বানর হৈল।

১০৫৩। দেব পূজিতে হাতে কুড়ি।

১০৫৪। দেবতার আদি কহিলে, দেবতা হয় তুষ্ট।
মানুষের আদি কহিলে মানুষ হয় রুষ্ট॥

১০৫৫। দেশগুণে বেশ, কর্ম্মার গুণে কর্ম্ম।

১০৫৬। দেশ বেড়ান ছুতার ঝি, তোলা জলে স্নান।

১০৫৭। দেশায় তস্মৈ নমঃ।

১০৫৮ দেশে নাই যা, ছেলে চায় তা। (বা
ছেলের মুখে তা)।

১০৫৯। দেশের লোকের থুরে দণ্ডবৎ।

১০৬০। দৈবজ্ঞ যদি বলে ঠিক।
তবে কেন মাঙ্গে ভিক্॥

১০৬১। দোদেল বাঁধা কলমা চোর।
না পায় ভাস্‌তে না পায় গোর॥

১০৬২। দোহা দুধ্ বাঁটে সেঁধায় না।

ধ

১০৬৩। ধন গৌরবে প্রাণ যায়, সেও ভাল।

১০৬৪। ধন জন পরিবার।
কেহ নহে আপনার॥

১০৬৫। ধন না থাকিলে কাঁদি, চুল থাকিলে বাঁধি।

১০৬৬। ধন পরিবাদে ডাকাইতে মারে সেও ভাল।
তবু নির্ধনী কিছু নয়॥

১০৬৭। ধনে অহঙ্কার নহে, অহঙ্কার মনে।

১০৬৮। ধনের মাথায় ধর ছাতি।
কুলের মাথায় মার লাথি॥

১০৬৯। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ। যদি বর্ষে মাঘের শেষ

১০৭০। ধর কাছি, তো ধরেই আছি।

১০৭১। ধরিতে পারে না ঢোঁড়া।
ধরিতে চাহে বোড়া॥

১০৭২। ধরি মাছ না ছুঁই পানী।

১০৭৩। ধরিলে কোঁকোঁ করে।
ছেড়ে দিলে বৃদ্ধি বাড়ে॥

১০৭৪। ধরিলে চিঁচিঁ করে।
ছাড়িলে বেয়াল্লিশ লাফের সিংহ॥

১০৭৫। ধরিলে চিঁচিঁ করে, ছেড়ে দিলে পাক্‌সাটমারে।

১০৭৬। ধরে বেঁধে মারে যে, ষাইট বছরের বড় সে।

১০৭৭। ধর্ম্মপথে থাক্‌লে, আদেক্ রেতে ভাত।

১০৭৮। ধর্ম্ম রেখে কর্ম্ম।

১০৭৯। ধর্ম্ম হৈয়ে ঢোল, ঘরে ঘরে করে গোল।

১০৮০। ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা পাইলে ভাল।

১০৮১। ধর্ম্মের ঘর, ক্ষুরের ধার।

১০৮২। ধর্ম্মের ঘরে কুড়ের বাথান।

১০৮৩। ধর্ম্মের জয়, পাপের ক্ষয়।

১০৮৪। ধর্ম্মের জামা পরিয়া আসিয়াছ।

১০৮৫। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।

১০৮৬। ধর্ম্মের ভরা ভেসে উঠে।
পাপের ভরা ডুবে যায়॥

১০৮৭। ধর্ম্মের সূক্ষ্মাগতি।

১০৮৮। ধাইয়ের কাছে কোঁক্ ছাপানি।

১০৮৯। ধান গাছে গণ্ডা।

১০৯০। ধান নাই তার মান ত বড়।

১০৯১। ধান ভানিতে মহীপালের গীত।

১০৯২। ধান সম্বন্ধে পোয়াল মেসো।

১০৯৩। ধানের মধ্যে অগুণবান্।*
মানুষের মধ্যে মোছলমান॥

১০৯৪। ধান্য এক গুণ; তুষ সতের গুণ।

১০৯৫। ধান্য একগুণ, তৃণ শত গুণ।

১০৯৬। ধাপ্ দেশের পাপ বিচার, উল্টা কাটায় মাপ।

১০৯৭। ধামা ধরা মানুষ।

১০৯৮। ধার্ম্মিক নারিকেল, পাপী কুল।

১০৯৯। ধীরপানী, পাথর বিঁধে (বা ছেঁদে)।

১১০০। ধীরে ধীরে বুনে, তাঁতি সকল জিনে।

১১০১। ধুক্ড়িতে ধান ধরেনা।
বেণ্যেকে ধরে কিলায়॥

১১০২। ধুক্ড়ির ভিতরে খাসা চাউল।

১১০৩। ধুয়ে পুঁছে খালাস।

১১০৪। ধূলা উড়ুনের উপর, কাদা উড়ুনে আছে।

১১০৫। ধোপার কুক্তা।

১১০৬। ধোপার ফাটে না ফুটে।

---

* অগুণবান্ বা অগ্নিবাণ নামে এক প্রকার ধান্য আছে তাহা অতিশয় মোটা; তদ্রূপ ধান্য আর নাই।

১১০৭। ধোপারা কাপড় দিল না।
গাঙ্গুলির পুত্ মরুক ॥

১১০৮। ধৌত বস্ত্রে কালী লাগা।

ন

১১০৯। নখদর্পণে আছে।

১১১০। ন চাষা সজ্জনায়তে।

১১১১। নটের বুদ্ধি হয়না কেন, থাক্‌বে না দুই ঘড়ি।

১১১২। নদীতে আইল বান, তো কুমার ধরিয়ে আন্।

১১১৩। নদীতে আবার বালির বাঁধ।

১১১৪। নদীর পাড়ের গাছ।

১১১৫। নদুঃখং পঞ্চভিঃ সহঃ।

১১১৬। নদের গোরাচাঁদ।

১১১৭। ন দেবায় ন ধর্ম্মায়।

১১১৮। নবাব সরকারে ঘোড়ার অভাব নাই।

১১১৯। নয়ন মুদিলে পরে সব অন্ধকার।

১১২০। নরমের বাঘ, গরমের শিয়াল।

১১২১। নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ।

১১২২। নরুণে তালগাছ কাটা।

১১২৩। নলকে রাজা, পণকে সাহু!

১১২৪। নষ্ট নারীর পরিচয়। বুদ্ধি গুণে সতী হয় ॥

১১২৫ নষ্টের গুরু, দুষ্টের গোঁসাই ।

১১২৬। নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।

১১২৭। নাই ঘরে খাঁই বড় ।

১১২৮। নাই ছেলে চেয়ে, ঝির ছেলে ভাল ।

১১২৯। নাই দিলে কুকুর, কাঁদের উপর চড়ে।

১১৩০। নাই ধন তো যাও বন ।

১১৩১। নাই ভাত, নুণ দিয়ে খাব ।

১১৩২। নাই মামা ভাল, না কাণা মামা ভাল ।

১১৩৩। নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।

১১৩৪। না উঠিতেই এক কাঁদি ।

১১৩৫। নাও পর গাড়ি, গাড়ি পর নাও ।

১১৩৬। নাক নেড়ে কইস্‌নে কথা ।
ভেঙ্গে যাবে নথের গুগুনি পাতা ॥

১১৩৭। নাক ফোঁড়া বলদ।

১১৩৮। নাকে কাজ্ কি নিশ্বাসে কাজ ।

১১৩৯। নাচ্‌তে গিয়ে ঘোম্‌টাকে ভয় ।

১১৪০। নাচ্‌তে জানেনা বামণ ডেকরা ।
উঠান্‌কে বলে হেটাটেঙ্গরা ॥

১১৪১। নাচ্‌তে জানেনা উঠান চষে ।

১১৪২। নাচ্‌তে জানেনা উঠানের দোষ ।

১১৪৩। নাচ্‌তে লাগিলে ঘোমটায় কি কাজ ।

১১৪৪। নাচে ভাল পাক দেয় উল্‌টা

১১৪৫। না ছুঁতেই কেঁউ।

১১৪৬। না জানে আঁধি সাঁধি।
ধুচনি দেখে বলে কাঁচকলার কাঁদি।

১১৪৭। না জানে বন্ধ্যা স্ত্রী প্রসব বেদনা।

১১৪৮। নাট ভ্রূকুটি কর না।

১১৪৯। নাড়ী নক্ষত্র টেনে বাহির করব।

১১৫০। নাতান কাচ, কাচতে পারিনে।

১১৫১। নাতানের চুনা মালগুজারি।

১১৫২। না পড়ে পণ্ডিত।

১১৫৩। না পড়ালে পো, সভায় নিয়ে থো।

১১৫৪। নাপিত দেখে নখ বাড়ে।

১১৫৫। নাপিতের আসি, ধোপার বাসী।

১১৫৬। না বিইয়ে কানায়ের মা।

১১৫৭। না ভাঙ্গে না মচ্‌কে।

১১৫৮। না ভাল না মন্দ, কথা কৈলে মন্দ।

১১৫৯। না মরিতেই ভূত।

১১৬০। না মাপিয়া কাটায় পেয়াল।

১১৬১। নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ।

১১৬২। নামে তালপুকুর কিন্তু ঘটি ডোবেনা।

১১৬৩। নামে ধর্ম্মদাস, পুণ্যের লেশ নাই।

১১৬৪। নামে ধন্বন্তরি চিকিৎসাতে যম।

১১৬৫। নায় না ধোয়, মাঝখানে শোয়।

১১৬৬। নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার হওয়া।

১১৬৭। নালা কেটে জল আনা।

১১৬৮। নিকামায়ে দর্‌জি, ছেলের মুখ সেলাই করে।

১১৬৯। নিত্য রোগা, চোক বাঁকা।

১১৭০। নিত্য স্বপ্নে বাঘে খায়।
কোন্‌ দিন কার ভাল যায়॥

১১৭১। নিদ্রা নাই নির্ধনীর, নিদ্রা নাই শোকীর॥

১১৭২। নিধের মায়ের চালে ঝিঞে।
বৌকে মেরে বাজায় শিঙে॥

১১৭৩। নিবড়ন ঘরে জুত্‌ নাই।

১১৭৪। নিমতলা দিয়ে যাও নাই,
নিম ফল কি খাও নাই।

১১৭৫। নিম তেতো নিসিন্দে তেতো,
তেতো মাখালের ফল।

১১৭৬। নি রাখালের খোদা রাখালি।

১১৭৭। নির্গুণ আদার তিনগুণ ঝাল।
আর নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল॥
(বা বিক্রম)

১১৭৮। নির্ধনের ধন হৈলে দিনে দেখে তারা।

১১৭৯। নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং।
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানং॥

১১৮০। নীচ যদি উচ্চভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

১১৮১। নীচ লোকের কথা, কাছিমের মাথা।

১১৮২। নীরোগ শরীরে বৈদ্যের ভয় কি।

১১৮৩। নুণখেলে গুণ মানে।

১১৮৪। নূতন নূতন তেতুলের বীচি।
পুরাণ হৈলে বাতায় গুঁজি॥

১১৮৫। নূতন যোগীর ভিক্ষা বাই।

১১৮৬। নূতন রাজার নূতন বিচার।

১১৮৭। নেংটার গলায় মতির মালা।

১১৮৮। নেংটার নাই বাট্‌পাড়ের ভয়।

১১৮৯। নেংটে ইন্দুর পাহাড় কাটে।

১১৯০। নেড়া আর কবার বেলতলায় যায়।

১১৯১। নেড়া মাথায় খোঁচার ভয়।

১১৯২। নেড়ে নহে ইষ্টি, তেতুল নহে মিষ্টি।

১১৯৩। নেতা পোতার হাঁড়ি।

১১৯৪। নেতা জোবড়ান।

১১৯৫। নেষাতে বুক ফাটে, কুকুরে মুখ চাটে।

১১৯৬। ন্যাকা বেঁকা ঢল ঢলে কাছা।
তিন জনে প্রত্যয় করিও না বাছা।

প

১১৯৭। পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরি।

১১৯৮। পচা আদায় ঝাল বেসি।

১১৯৯। পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই ॥
ইহা ছাড়া বামণ নাই।

১২০০। পটল তোলা।

১২০১। পড়া নাই শুনা নাই পাণ্ডিত্য কাছ।

১২০২। পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে কাটে হিরার ধার।

১২০৩। পড়িলে শুনিলে দুধি ভাতি।
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।

১২০৪। পড়ে গুলি ঘাস খায়।

১২০৫। পড়েছি মোগলের হাতে।
পাছে হয় খানা খেতে।

১২০৬। পড়ে পাশা তো জিতে চাষা।

১২০৭। পড়ে পাশা তো জিতে কোদালের বাঁট।

১২০৮। পথ চল্‌বে জেনে, কড়ি নিবে গুণে।

১২০৯। পদ্মরাগ মণির আকরে কাচমণির জন্ম কখন
হয় না।

১২১০। প্রপাত ধরণী তলে।

১২১১। পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে

১২১২। পর কি মানে পরের ব্যথা।

১২১৩। পর নিন্দা অধোগতি।

১২১৪। পরপোয় বাণিজ্য, আপন পোয় চাষ।

১২১৫। পরপ্রত্যাশী ধন, পর নিয়ে গমন।

১২১৬। পর ভাতী ভাল, পর ঘরী কিছু নয়।

১২১৭। পর মরল বাপপোরে, ধোপা ঘরে চুরি।

১২১৮। পর রেখে ঘর নষ্ট।

১২১৯। পর মানাইয়া পরামাণিক।

১২২০। পর হিংসা নরকে বাস। যুগে২ সর্ব্ব নাশ।

১২২১। পরের গোয়ালে গোদান।

১২২২। পরের ছিদ্র বিল্লতুল্য, আত্ম ছিদ্র সরিষা তুল্য।

১২২৩। পরের জন্যে গর্ত্ত খোঁড়ে।
আপনার গর্ত্তে আপনি মরে॥

১২২৪। পরের তেলে কাপড় নষ্ট।

১২২৫। পরের দিকে তোলে হাঁই।
আপনার যা আছে তাও নাই।

১২২৬। পরের ধন, আপন পরমায়ু।
কেহ অল্প দেখে না।

১২২৭। পরের ধন দেখি যেন আপনার হৈতে বাড়া।

১২২৮। পরের ধনে কলুর নাট।
খান পাঁচ ছয় জুড়ে কাট॥

১২২৯। পরের ধনে ধোপার নাট।

১২৩০। পরের ধনে পোত্‌দার গিরি।

১২৩১। পরের বেলায় কেউ ছাড়ে না।

১২৩২। পরের ভাতে পেট নষ্ট, পরের তেলে কাপড় নষ্ট॥

১২৩৩। পরের ভাতে বেগুণ পোড়া।

১২৩৪। পরের মাথা না কাটিলে, কামান শিক্ষা হয়না।

১২৩৫। পরের মাথায় দিয়া হাত।
কিরা করে নির্ঘাত।

১২৩৬। পরের মাথায় নারিকেল ভাঙ্গা।

১২৩৭। পরের মাথায় হাত বুলান।

১২৩৮। পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

১২৩৯। পরের সামগ্রী দেখিয়া চক্ষু টাটান ভাল নয়।

১২৪০। পরের সোণা দিওনা কাণে।
কেড়ে লবে হেঁচ্‌কা টানে।

১২৪১। পরের বিড়াল খায় দায়, বন পানে চায়।

১২৪২। পর্ব্ব দেখিয়া কুকুর ডাকিলে কুকুর নাশ পায়।

১২৪৩। পর্ব্বতের আড়ালে আছি।

১২৪৪। পাঁকাল মাছের গায়ে কাদা লাগেনা।

১২৪৫। পাঁকে পড়া হাতীকে, হাতীই উদ্ধার করে।

১২৪৬। পাঁচ আঙ্গুল কি সমান আছে।

১২৪৭। পাঁচ বার চোরের, একবার সাধুর।

১২৪৮। পাঁচে আনে পাঁচে খায়।
লোকে গৃহস্থ বলায়।

১২৪৯। পাঁচে ফুলে সাজি।

১২৫০। পাঁটা গাবিয়ে বেড়ায়।

১২৫১। পাঁটা মর্‌্যে বৈষ্ণব।

১২৫২। পাক বাঁধিতে দোল ফুরাল।

১২৫৩। পাকা আম দেখিলেই কাকে ঠোকরায়।

১২৫৪। পাকা ধানে মই দেওয়া।

১২৫৫। পাকা মাথায় সিন্দূরের কৌটা।

১২৫৬। পাকে পাকে গিরে।

১২৫৭। পাখীর প্রাণ, অল্পেই যান।

১২৫৮। পাগলা ভাত খাবি না, হাত ধোব কোথায়।

১২৫৯। পাগলে কি না বলে, আকালে কি না খায়।

১২৬০। পাগলের মধ্যস্থ।

১২৬১। পাড়া পড়সীর গুণে, বেঁড়ে গরু বিক্রয় হয়।

১২৬২। পাড়ে আর পাহাড়ে।
রাজ বৈদ্য আর হাতুড়ে॥

১২৬৩। পাত কাটিতে ভর সহে না।

১২৬৪। পাত, দড়ি, সোঁটা, তিন করিবে মোটা॥

১২৬৫। পাতে পাতে বজায় থাকা।

১২৬৬। পাথরে ঘুন ধরা।

১২৬৭। পাথরে পাঁচ কিল।

১২৬৮। পাথরেতে মূল ধরিয়াছে।

১২৬৯। পান পানীতে বিচার নাই।

১২৭০। পান হইতে চুন খসে না।

১২৭১। পাপ করিলেই (বা থাকিলেই) যমের ভয়।

১২৭২। পাপকর্ম্ম ছাপা থাকে না।

১২৭৩। পাপ মনে, ভয় বনে।

১২৭৪। পাপে ধর্ম্মে রত।

১২৭৫। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

১২৭৬। পাবার আশে, পণ্ডিত ঘেঁসে।

১২৭৭। পায়না পচা পুঁটি, খেতে চায় রুই ভেট্‌কী।
বা হাতে দেয় হিরার আঙ্গুটি।

১২৭৮। পায় পায় শত্রু।

১২৭৯। পার হৈলে পাটনি শালা।

১২৮০। পালে গরু বাড়ে কার? (গৃহস্থের)।

১২৮১। পা হড়্‌কাইলে আপনি মরে।
মুখ হড়্‌কাইলে গোষ্ঠী শুদ্ধ মরে।

১২৮২। পিঁড়ায় জিনিলে পেঁড়োয় জেনা যায়।

১২৮৩। পিণ্ডী পায় না কীর্ত্তন চায়।

১২৮৪। পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।

১২৮৫। পীরের সঙ্গে মুখ বাঁকানি।

১২৮৬। পুঁটিমাছের প্রাণ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যান।

১২৮৭। পুতিগত বিদ্যা।

১২৮৮। পুন্‌কে শত্রু বড় আপদ্‌।

১২৮৯। পুরাণ ঢোলে কষ্‌ দেওয়া।

১২৯০। পুরাণ বসন ভাতি, অবলা জনের জাতি,
রক্ষা পায় অতি যতনেতে॥

১২৯১। পুরুষের দশ দশা।

১২৯২। পূজার সঙ্গে খোজ নাই,
কপাল যোড়া ফোঁটা।

১২৯৩। পুরুষের মৃতে কড়ি।

১২৯৪। পুর্ব্বে আটে পিঠে দড়।
তবে ঘোড়ার উপর চড়।

১২৯৫। পূর্ব্বে ছিলাম ছোঁচা বিড়াল ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
গলায় রুদ্রাক্ষ মালা যাচ্ছি বৃন্দাবন॥

১২৯৬। পেঁয়াজ পয়জার দুই হৈল।

১২৯৭। পেকের ঘরে ঘোগের বাসা।

১২৯৮। পেট খুঁজিলে (ক) অক্ষর নাই।

১২৯৯। পেট্‌ না ভরিল গেল জাত।
লাভে হৈতে কুপোকাত॥

১৩০০। পেট ভরিলেই আনন্দ।

১৩০১। পেট ভরিলে মোণ্ডার খোষা ছাড়ায়।

১৩০২। পেট ভাল নয়, চাউল্ ভাজা খায়।

১৩০৩। পেটে ক্ক, স্ক, গজ্ গজ্ করে।

১৩০৪। পেটে খেলে পিঠে সয়।

১৩০৫। পেটে বজ্জাতি ভরা।

১৩০৬। পেটে ভাত নাই ঠোঁটে মিসি।

১৩০৭। পেটে ভাত নাই পরণে কাপড়। (বা টেনা।)

১৩০৮। পেটে ভাত নাই মাথায় সিন্দূর।

১৩০৯। পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ।
সে লাজে কি করে কাজ॥

১৩১০। পেটের ছুরিতে পেট কাটে।

১৩১১। পেড়ে মারে সয় ভাল।

১৩১২। পেতনীর হাতের শাঁখা।

১৩১৩। পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী।

১৩১৪। পেয়াদার চাল হাঁড়ীতে দেওয়া।

১৩১৫। পেয়াদার শ্বশুর বাড়ী, ব্যাঙ্গের সর্দ্দি।

১৩১৬। পেয়ের খড় পেয়েই তোলা ভাল।

১৩১৭। পোড়ার মুখে নুড়োর আগুন।

১৩১৮। পোড়ার মুখ দেবতা, ঘুঁটের পাঁস নৈবেদ্য।

১৩১৯। পোড়ে পাই চৌদ্দ আনা।

১৩২০। পোয়ের নাগে পোয়াতি বর্ত্তে।

১৩২১। পোর পোলে নীচের সেবা।

১৩২২। পোল (পোয়াল) গাদা এড়িয়ে যায়। সর্ষ্যে বিঁধে যায়॥

১৩২৩। পৌষ মাসে ইঁদুরের সাত মাগ্।

১৩২৪। প্রতিবার কি শালুক মুঁধি।

১৩২৫। প্রথমে বিস্ গিল্লায় গলদ্।

১৩২৬। প্রীত থাকিলে তেতুল পাতায় তুজন শোওয়া যায়। অপ্রীতে মানপাতায় জায়গা নাহি হয়॥

১৩২৭। প্রীতি রক্ষা বিষম দায়।

১৩২৮। প্রীতের নৌকা পাহাড়ে চলে।

ফ

১৩২৯। ফর্সা কাপড়ে মান্য হয়।

১৩৩০। ফাকি দিলে ফাকে পড়িতে হয়।

১৩৩১। ফাট্লায় পড়িল লাড়ু গোপালায় নমঃ।

১৩৩২। ফুঁ আছে তুগ্ধাভাব।

১৩৩৩। ফুটনির মামা, ভিতরে কপনি উপরে জামা।

১৩৩৪। ফুট মাদারে।

১৩৩৫। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা।

১৩৩৬। ফোক্‌লা দাঁতে মিসি দিয়ে, জিল দেখায়ে হাসে।

১৩৩৭। ফোড়ার উপর বিষ ফোড়া।

১৩৩৮। ফোতো বাবুর গাল গল্প সার।

ব

১৩৩৯। বউ কাঁট্‌কি শ্বাশুড়ী।

১৩৪০। বকা ধার্ম্মিক।

১৩৪১। বজ্র আটনি ফস্‌কা গিরে।

১৩৪২। বড় নাক তার গোঁফের শোভা।

১৩৪৩। বড় গাছেই ঝড় লাগে।

১৩৪৪। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
লঙ্কা ডিঙ্গাতে মাথা করে হেঁট॥

১৩৪৫। বড় বাইড় ভাল নয়।

১৩৪৬। বড় বাড়ী, তার আবার টাক্‌শাল।

১৩৪৭। বড় বিয়ে তার তুপায়ে আল্‌তা।

১৩৪৮। বড় মাছের কাঁটাও ভাল।

১৩৪৯। বড় ভাইয়ের মাগ নাই,
সেই ভাবনায় ঘুম নাই।

১৩৫০। বড় ভাত, তার ডাইন হাত।

১৩৫১। বড় হবে তো ছোট হও।

১৩৫২। বড় হাঁড়ীর আমানি মিঠা।

১৩৫৩। বড় বড় হাতী গেল তল, এখন কাণাঘোড়া
বলে কত খানি জল। অথবা গাধা বলে

আমার এত বল ।

১৩৫৪ । বড় বড় হাতী গেল তল ।
বেটোঘোড়া বলে হাঁটু জল ॥

১৩৫৫ । বড় হাঁড়ীর তলা ।

১৩৫৬ । বড় ক্ষুধায় পাটকেলে কামড় ।

১৩৫৭ । বড়র প্রীতি বালির বাঁধ ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ ॥

১৩৫৮ । বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা ।

১৩৫৯ । বনে আগুণ দিলে বন পোড়ে,
কিন্তু মূল পোড়ে না ।

১৩৬০ । বনে গেলেও রাগীর সুখ নাই ।

১৩৬১ । বয়সে গাছ পাতর নাই ।

১৩৬২ । বর নয়, যেন চোর ।

১৩৬৩ । বর নাচে বরণী নাচে কন্যার হরিয়া মন ।
মাথায় মাথায় ভাবনা যার, দিতে হবে পণ ॥

১৩৬৪ । বরের ঘরের মাসি, কন্যের ঘরের পিশী ।

১৩৬৫ । বর্ণ চোরা মানুষ । (বা আম)

১৩৬৬ । বল্‌তে পারি পদে পদে ।
বল্‌তে দেয়না ফট্‌কে মদে ॥

১৩৬৭ । বলদে আর বর্ব্বরেতে স্তুতি করে রক্ষা ।
চতুর পণ্ডিত জনে দেয় লোক শিক্ষা ॥

১৩৬৮। বল্ বল্ বাছুর বল্, জল জল মেঘের জল।

১৩৬৯। বলিলে মা মারি খায়।
না বলিলে বাপ্ বেঙ্ খায়॥

১৩৭০। বলেছিলাম হৈল না, ঘরে গিয়ে খা।

১৩৭১। বলে ছুদ্, বেচে ঘোল।

১৩৭২। বসিতে জানিলে উঠিতে হয় না।

১৩৭৩। বসিতে জায়গা পেলে, শোবার স্থান মেলে।

১৩৭৪। বসিলে দণ্ড দাঁড়ালে ক্রোশ।
পথ বলে আমার কিসের দোষ॥

১৩৭৫। বসে খেলে কুলায় না, করে্য খেলে ফুরায়না।

১৩৭৬। বসে না থাকি বেগার খাটি।

১৩৭৭। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

১৩৭৮। বাঁদি মারিতে মঙ্গলবার।

১৩৭৯। বাঁধা কাঁকড়া জীবনের বৈরী।

১৩৮০। বাঁধা ছাগল ছেলের বশ।

১৩৮১। বাঁশ বনে ডোম কাণা।

১৩৮২। বাঁশ মরে ফুলে, মানুষ মরে বুলে।

১৩৮৩। বাঁশী হারায়ে শিঙ্গায় ফুঁ।

১৩৮৪। বাঁশের চেয়ে কন্চি টন্ক (বা দড়)।

১৩৮৫। বাকস্ বামণ বাঁশ। তিনে করে বাস্তু নাশ॥

১৩৮৬। বাঘ রাজার মন্ত্রী দাঁড়কাক।

১৩৮৭। বাঘে খায় তাহাতে দায় নাই; কিন্তু কাঁটাবন দিয়ে হেঁছড়ে নিয়ে যায় সে বড় ভয়।

১৩৮৮। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

১৩৮৯। বাঘের গো বধ।

১৩৯০। বাঘের ঘরে ছাগের বাসা। (বা ঘোগের বাসা)

১৩৯১। বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ।

১৩৯২। বাঘের ভয় যেমন তেমন, টিপ্‌টিপির ভয় বড়।

১৩৯৩। বাঙ্গাল মনুষ্য নহে, উড়ে এক জন্তু।

১৩৯৪। বাছার কি দিব তুলনা। মায়ের হাতে
তুলের দাঁড়ী, মাগের কাণে সোণা॥

১৩৯৫। বাছার কিবা মুখের হাঁই,
তবু হলুদ মাখেন নাই।

১৩৯৬। বাছার গুণে আইসে ঘুম, কত কব লীলা।
বাপের গলায় শিকল দিয়া, মায়ের ভাঙ্গে
পীলা॥

১৩৯৭। বাজনার সঙ্গে কথা কহা।

১৩৯৮। বাড়ীতে পায়না শাক সিজনা।
ডাক দিয়ে বলে ঘি আন্ না॥

১৩৯৯। বাড়ীর কাছে কামার।
দা গড়্যে দে আমার॥

১৪০০। বাড়ীর গাছা, পেটের বাছা।

১৪০১। বাড়ীর বালাই বুড়ী, পেটের বালাই মুড়ি।

১৪০২। বাড়ীর শত্রু কাণা, জলের শত্রু পানা।

১৪০৩। বাণিজ্য কর্ত্তে গিয়া লাভে মূলে হারান।

১৪০৪। বাতাসে হাঁড়ী ঠন্ ঠন্ করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে॥

১৪০৫। বাদল বামণ বান। দক্ষিণে পেলে যান।

১৪০৬। বাদুড় চোষা কলা।

১৪০৭। বাধা না মানে গাধা।

১৪০৮। বানরের গলায় ঘণ্টা।

১৪০৯। বানরের গলায় সোণার হার।

১৪১০। বানরের মুষ্টি।

১৪১১। বানরের হাতে খন্তা।

১৪১২। বানরের হাতে খন্তা দিয়া বুদ্ধি বোধ করা।

১৪১৩। বানরের হাতে দর্পণ।

১৪১৪। বানরের হাতে সুন্দর আম।
বানর বলে রাম রাম।

১৪১৫। বানুরে কীর্ত্তন।

১৪১৬। বানের আগে জেলেডিঙ্গি।

১৪১৭। বাপ পিতামহের নাম গেল,
হুদে জোলার নাতি।

১৪১৮। বাপ্‌কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া।
কিছু নহেতো থোড়া থোড়া॥

১৪১৯। বাপের উপরোধে বিমাতাকে গড়।

১৪২০। বাপের কালে নাইক গাই।
চালুনী নিয়ে দুইতে যাই॥

১৪২১। বাপের কালে নাহি চাষ।
বিড়াল বেঁধে করে চাষ॥

১৪২২। বাপের নাম জানেনাকো কুলীন হৈতে চায়।

১৪২৩। বাপের বিয়ে খুড়োর নাচন।

১৪২৪। বাব্‌লা পুরীয়া বিচার।

১৪২৫। বাবাজীকে বাবাজী, তরকারীকে তরকারী।

১৪২৬। বাবু বড় ভাগ্যবান্।
সাত বেঁড়ে লাঙ্গল একখান॥

১৪২৭। বাবুর যত সুখ তা এক আঁচড়ে বুঝা গেছে।

১৪২৮। বাবুর বড় হাসি। সাত দিন উপবাসী॥

১৪২৯। বামণ গেল ঘর, লাঙ্গল তুলে ধর।

১৪৩০। বামণ চোষা কল্‌কে, কায়েথ চোষা গাঁ।

১৪৩১। বামন হইয়া চাঁদে হাত।

১৪৩২। বামনের চাঁদ ধরিবার আশা।

১৪৩৩। বায়ুর সঙ্গে কথা কয়।

১৪৩৪। বার নারিকেলে তের ব্রাহ্মণের ঘাড় ভাঙ্গা।

১৪৩৫। বারমাসে তের পার্ব্বণ।

১৪৩৬। বার রজপুত তের হাঁড়ী।
কেউ না খায় কারু বাড়ী॥

১৪৩৭। বারহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বীচি।

১৪৩৮। বারহাত কাপড়ের তেরহাত দশী।

১৪৩৯। বারে বারে মুরগী তুমি খেয়ে বেড়াও ধান।
এই বার মুরগী তোর বধিব পরাণ॥

১৪৪০। বার্দ্ধক্যে বানরাকৃতি।

১৪৪১। বালক কালে ছোঁড়া ছুঁড়ী। যুবাকালে
মাগি মিন্‌সে, বৃদ্ধকালে বুড় বুড়ী॥

১৪৪২। বালকেই চাঁদ ধরিতে যায়।

১৪৪৩। বালকের রোদন বল।

১৪৪৪। বালকের হাতে খস্তা।

১৪৪৫। বালির বাঁধ কতক্ষণ থাকে।

১৪৪৬। বালির বাঁধে বন্যার জল আট্‌কে না।

১৪৪৭। বালির বাঁধ শঠের প্রীতি, এই দুয়ের এক রীতি।

১৪৪৮। বাহাত্তুরে কায়েথ।

১৪৪৯। বাহাত্তুরে হৈলে কথার ঠিক থাকে না।

১৪৫০। বাহিরে যত্নী পানা, ভিতরে মালখানা।

১৪৫১। বাহিরেতে হাসি খুসি। অন্তরে গরল রাশি।

১৪৫২। বিচারে পণ্ডিত, আচারে ভূত।

১৪৫৩। বিড়াল তপস্বী।

১৪৫৪। বিড়াল যেমন শীকারী, তার গোঁফের ধরণে চিনা যায়।

১৪৫৫। বিড়ালের ঝক্‌ড়া।

১৪৫৬। বিড়ালের ভরসা, শিকায় ঘোল।

১৪৫৭। বিড়ালের ভাগ্যে ছিকা ছিঁড়িয়াছে।

১৪৫৮। বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের পূজায় বড় ঘটা।
বাঁশের পাতায় নৈবেদ্য, কচুর ডাঁটা পাঁটা॥

১৪৫৯। বিদ্যারত্নং মহাধনং।

১৪৬০। বিদ্যাহীনো দ্বিজাধমঃ।

১৪৬১। বিদ্যৈব ভূষণং পুংসাং।

১৪৬২। বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

১৪৬৩। বিধবার ভাগ্যে হাটেও সিন্দূর নাই।

১৪৬৪। বিধি যদি করে মন। পুত বিউতে কত ক্ষণ॥

১৪৬৫। বিধির বিপাক।

১৪৬৬। বিধির মনে যা আছে, তাহাই হবে।

১৪৬৭। বিনা দানে মথুরা পার নাই।

১৪৬৮। বিনা বজ্রপাতে রাম নাম কেহ বলে না।

১৪৬৯। বিনা বাতাসে গাছ লড়ে না।

১৪৭০। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

১৪৭১। বিনা মেঘে বর্ষণ।

১৪৭২। বিনা সম্বলে পথ চলা।

১৪৭৩। বিনা সাহসে কিছুই লভ্য হয় না।

১৪৭৪। বিপত্তি কালে বিপরীত বুদ্ধি।

১৪৭৫। বিপদ্ কালে ছাগলে চাইট্ মারে।

১৪৭৬। বিমাতা বিষের ঘর।

১৪৭৭। বিয়ে করিতে কড়ি, ঘর বান্ধিতে দড়ি।

১৪৭৮। বিয়ে নয় উলোমালা।
হাঁড়ী খাগী বলে এই বেলা॥

১৪৭৯। বিয়ে ফুরালে অধিবাস।

১৪৮০। বিয়ে ফুরালে আলপোনা।

১৪৮১। বিয়ে ফুরালে দধি মঙ্গল।

১৪৮২। বিয়ে ফুরালে বাদ্য বাজে।

১৪৮৩। বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি।

১৪৮৪। বিশে পাগ্লা বলে, চণ্ডে পাগ্লা আস্‌ছে।

১৪৮৫। বিশ্বকর্ম্মা যত কারিগর, তাহা জগন্নাথ দিয়া জানা যায়!

১৪৮৬। বিশ্বকর্ম্মার বেটা বাইশ কর্ম্মা।

১৪৮৭। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষুচ।

১৪৮৮। বিষ নাই কুলপানা চক্র।

১৪৮৯। বিষস্য বিষমৌষধং।

১৪৯০। বিষাদপ্যমৃতংগ্রাহ্যং।

১৪৯১। বিষে বিষ ক্ষয়।

১৪৯২। বিস্তর দেখেছি চুরি কর্ত্তে।
এমত দেখিনি বোঁচ্‌কা ভর্ত্তে॥

১৪৯৩। বিস্তর যত্নে করিলাম ঘর।
তবু মোরে ভাবে পর॥

১৪৯৪। বুকে বস্যে দাড়ি উপড়ান।

১৪৯৫। বুঝ্‌লাম তোমার গিন্নিপানা।
তেল থাকে ত লুণ থাকে না॥

১৪৯৬। বুড় দাদাকে গায়ত্রী শিখান।

১৪৯৭। বুড় নয়কো, রসের গুঁড়।

১৪৯৮। বুড় বয়সে দাড়িপানা।
না হয় সুখ কেবল যাতনা॥

১৪৯৯। বুড় বয়সে ধেড়ে রোগ।

১৫০০। বুড়, বাপের খুড়।

১৫০১। বুড়র মাথায় শালিক নাচে।
আর কি বুড়র বয়স্ আছে॥

১৫০২। বুড় মেল্লে খুনের দায়।

১৫০৩। বুড়াগি করা।

১৫০৪। বুড়া শালিক কি পোষ মানে।

১৫০৫। বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

১৫০৬। বুড়া হৈলে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়।

১৫০৭। বুড়ার হাড় ঔষধে লাগে ॥

১৫০৮। বুড়ুলে বক চিনে না।

১৫০৯। বুদ্ধিতে কাঁচকলা।

১৫১০। বুদ্ধি থাকিতে মাগের পাতে খায়।

১৫১১। বুদ্ধিমান্ ইন্দুরের বিড়াল দেখে দৌড়।

১৫১২। বুদ্ধির বৃহস্পতি।

১৫১৩। বুনোর আবার প্রাণ।

১৫১৪। বৃহন্নলা সারথির্যস্য কুতস্তস্য পরাভবঃ।

১৫১৫। বেঁড়েকে চমরী করা।

১৫১৬। বেঁধে মারে সয় ভাল।

১৫১৭। বেগারের দৌলতে (বা প্রসাদে) গঙ্গা স্নান।

১৫১৮। বেগুণ গাছে আঁকুড়্সি।

১৫১৯। বেজ বাণিয়া বোড়া। তিনে নষ্টের গোড়া।

১৫২০। বেটা বড় বুদ্ধিমান্।
এক পিঁড়িতে পাঁচ মোকাম।

১৫২১। বেটার বর মাঙ্গিতে গিয়ে, ভাতার খেয়ে আসা।

১৫২২। বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝা।

১৫২৩। বেণা বনে মুক্তা ছড়ান।

১৫২৪। বেণ্যার দোকানে মেকি চালান।

১৫২৫। বেতালে আর মাতালে।
সিংহে আর শৃগালে॥

১৫২৬। বেতালের উপর মারে তাল।
যেন ভাদ্র মেসে তাল॥

১৫২৭। বেদ্যে চেনে সাপের হাঁচি।

১৫২৮। বেয়াল্লিশ কর্ম্মার বেটা তেতাল্লিশ কর্ম্মা।

১৫২৯। বেল পাকিলে কাকের কি।

১৫৩০। বেহায়ের যত তেল লবণের দুঃখ নাই,
তাহা এক আঁচড়ে চেনা গেল।

১৫৩১। বেহাই যত ঘি খাও, তা এক
আঁচড়েই বুঝা গেল।

১৫৩২। বেহায়ার নাই লাজ, নাই অপমান।

১৫৩৩। বৈদ্যের চাউলে পথ্য।

১৫৩৪। বোঁচা মুখে দাড়ি। বেড়ান বাড়ী বাড়ী।

১৫৩৫। বোঁচার বেটা ছোঁচা।

১৫৩৬। বোক্ড়া মারে বোক্ড়া খায়।
বোক্ড়ার কড়ি, বোকড়ায় যায়॥

১৫৩৭। বোঝার উপরে শাক আটি।

১৫৩৮। বনে থেকে বেরুল টিয়ে।
সোণার টোপর মাথায় দিয়ে॥

১৫৩৯। বোবার শত্রু নাই।

১৫৪০। বোবার কাণের কাছে, গীত গাওয়া।

১৫৪১। বোম্ বোম্ হেঁদু হৈলাম।

১৫৪২। বোয়াল মাছের ডিম।

১৫৪৩। বোল্‌দের বাই, দিলেই পাই।

১৫৪৪। বৌড়ি হৈয়ে গিন্নি হয়,
তার বড় ফর্‌ ফরাণি।

১৫৪৫। ব্যাসের কাশী তৈয়ারি।

১৫৪৬। ব্রহ্ম শাপে বংশ নষ্ট।

১৫৪৭। ব্রাহ্মণের ঘরে মূর্খ হৈলে, ক্রিয়া পণ্ড করে।
রোজার ঘরে মূর্খ হৈলে, রোগীর দফা সারে॥

ভ

১৫৪৮। ভক্ত বড় ভক্তি করে, গুরু রহিল বস্যে।

১৫৪৯। ভজকট করা।

১৫৫০। ভট্টাচার্য্যের পত্র আব্‌ডাল।

১৫৫১। ভণ্ড তপস্বী।

১৫৫২। ভবি ভুল্‌বার নয়।

১৫৫৩। ভব্য দেখে প্রণাম কর্‌বে।
উচ্চ দেখে বস্‌বে॥

১৫৫৪। ভরা কীর্ত্তনে মৃদঙ্গ ভাঙ্গা।

১৫৫৫। ভস্মে ঘৃত ঢালা।

১৫৫৬। ভাঁড় আছে কর্পূর নাই।

১৫৫৭। ভাক্ত ধর্ম্মী।

১৫৫৮। ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

১৫৫৯। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

১৫৬০। ভাঙ্গা গাঁয়ে মোড়ল রাজা।

১৫৬১। ভাঙ্গা ঘরে ভূতের বাসা।

১৫৬২। ভাঙ্গা মঙ্গল চণ্ডী, কুস্বপ্নের গোড়া।

১৫৬৩। ভাজিবার খোলা।

১৫৬৪। ভাট্কা ভালা বল্না চল্না, ধূবীকা ভালা ধুপ্।
বহুত্ ভালা নেহি বল্না চল্না, বহুত্ ভালা নেহি চুপ্॥

১৫৬৫। ভাত খেয়ে ভাতাসী লাগিয়াছে।

১৫৬৬। ভাত খাও ভাতারের, গুণ গাও অন্যের।

১৫৬৭। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি।

১৫৬৮। ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারিবার গোঁসাই।

১৫৬৯। ভাত নয় ভূতো, কাট্পানা গুত।

১৫৭০। ভাত নাই যার, জাত নাই তার।

১৫৭১। ভাত পায়না খেতে, সোণার অঙ্গুরি হাতে।

১৫৭২। ভাত পায় না ছালুন চায়।
(বা ছালুন ছালুন করে।)

১৫৭৩। ভাত পায় না ব্যঞ্জন চায়।

১৫৭৪। ভাতার মারি দেখ্ তামাসা।
তাল গাছে বাবুয়ের বাসা॥

১৫৭৫। ভাতার ছেলে দেখে বাপের পারা।

১৫৭৬। ভাতারের খায় পরে।
ভাতারকে লাটি ধরে॥

১৫৭৭। ভাতারের নাম সবাই জানে।
লাজে কেহ কয় না।

১৫৭৮। ভাতে বাড়িলেই ফেণে বাড়ে।

১৫৭৯। ভাতে বাড়ে না ফেণে বাড়ে।

১৫৮০। ভাতের ক্ষুধা কি ভুজোয় যায়।

১৫৮১। ভাব থাকিলে দুই জনে বাবলা পাতায়
খাওয়া হয়।

১৫৮২। ভাবনায় ভাবনায় শরীর খাক্ করে।

১৫৮৩। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

১৫৮৪। ভাবিলে ভাবুক জনের কত উঠে ভাব।

১৫৮৫। ভাবিলে ভাবনায় ঘেরে।

১৫৮৬। ভারে মানে, শরায় শোধে।

১৫৮৭। ভাল করিতে পারিব না মন্দ কর্‌ব,
কি দিবি তো দে।

১৫৮৮। ভাল ঘোড়াকে এক চাবুক,
ভাল মানুষকে এক কথা।

১৫৮৯। ভাল মন্দ বুঝা যায় না, ও দেঁতোর হাসি।

১৫৯০। ভাল মানুষের কাছে থেকে খাই গুয়া পান।
আর, অমানুষের কাছে থেকে, কাটাই দুইকাণ।

১৫৯১। ভাল মানুষের কাল নাই।

১৫৯২। ভাল মানুষের কিল চুরি।

১৫৯৩। ভাল মানুষের বাপ নির্ব্বংশ।

১৫৯৪। ভালর ভাগী সবাই, মন্দের ভাগী কেহ নাই।

১৫৯৫। ভালর ভাল সর্ব্ব কাল, মন্দের ভাল আগে।

১৫৯৬। ভালুকের হাতে খন্তা।

১৫৯৭। ভিজে বিড়াল।

১৫৯৮। ভূত আমার পুত, শাঁখনি আমার ঝি।
রাম লক্ষ্মণ মাথায় আছে, করবে আমার কি।

১৫৯৯। ভূতগত করা।

১৬০০। ভূত দিয়া ভূত ছাড়ান।

১৬০১। ভূতের বেগার খেটে প্রাণ গেল।

১৬০২। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।

১৬০৩। ভেড়া করে্য রাখা।

১৬০৪। ভেড়া মন্ত্র্য ভট্টাচার্য্য।

১৬০৫। ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা।

১৬০৬। ভেড়ার গোয়ালে গো দান।

১৬০৭। ভেড়ার গোয়ালে বাতি দেওয়া।

১৬০৮। ভেড়ার শিঙ্গে, হিরা ভাঙ্গে।

১৬০৯। ভেবা গঙ্গারাম।

১৬১০। ভেবাচাকা লাগান।

১৬১১। ভেয়ের শত্রু ভেয়ে। নেয়ের শত্রু নেয়ে।

১৬১২। ভোজপুরে কাঁটাল।

ম

১৬১৩। মটর ভরে মসুরি চেপ্‌টা।

১৬১৪। মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।

১৬১৫। মন্‌কে চক্ষু ঠারা।

১৬১৬। মন গুণে ধন, এমান্‌ গুণে বরকৎ।

১৬১৭। মন চাঙ্গা তো কাঠুরে গঙ্গা।

১৬১৮। মন চায় ধন, দেয় কোন জন।

১৬১৯। মন না মুড়ালে, মুড়ালে কেশ।
গুরু না চিনিলে ভ্রমিলে দেশ॥

১৬২০। মন ভাল নয় তীর্থ করে।
মিছে কাজে ঘূরে মরে।

১৬২১। মনমে সেখ ফরীদ, বগল্‌মে ইট।

১৬২২। মন যেন জিলাপীর পাক।

১৬২৩। মনসাকে ধূনার গন্ধ।

১৬২৪। মনুষ্যের চিন্তাই জ্বর।

১৬২৫। মনে করেছেন কেয়ো, পাকিলে খাবেন ডেয়ো।

১৬২৬। মনে করেছেন ছিদাম ঘোষ কোলে করিবেন নাতি। সে আশ্বাসে পড়িল ছাই, বউ নয় পোয়াতী॥

১৬২৭। মনে করি, করি করি, হয় হয় হয় না।

১৬২৮। মনে বড় সাধ, চড়্‌ব বাঘের কাঁধ।

১৬২৯। মনেতে যেবা সেবা, কথায় দরিদ্র কেবা।

১৬৩০। মনের অগোচর পাপ নাই।

১৬৩১। মনের কথা প্রকাশ করিলে লোকে তারে পাগল বলে।

১৬৩২। মনের সন্তোষই যথার্থ সুখ।

১৬৩৩। মন্ত্রীদোষে রাজা নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট রূপে।

১৬৩৪। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

১৬৩৫। মন্দ চিন্তিলে মন্দ হয়।

১৬৩৬। মন্দর ভাল কখন নয়।

১৬৩৭। ময়দা ওয়ালীর বাঁদি ভাল। মেছনীর পদ্মিনী কিছু নয়।

১৬৩৮। ময়ূরের নৃত্য দেখে, ছাতার পেখম ধর্‌তে চায়।

১৬৩৯। মরণ কালে গঙ্গার দিকে পা।

১৬৪০। মরণ কালে জ্বর বিচ্ছেদ।

১৬৪১। মরদ্‌কা বাত, আওর হাতীকা দাঁত। পড়ে ত লড়েনা, পড়িলে শোভা পায় না।

১৬৪২। মরণের অবকাশ নাই।

১৬৪৩। মরণের চেয়ে পোড়নের ঘা।

১৬৪৪। মর্‌লে পরে কার সঙ্গে কি সম্বন্ধ।

১৬৪৫। মরা গরুর ঘাস কাটা।

১৬৪৬। মরাগাং কুমীরে ভরা।

১৬৪৭। মরা বিড়ালের দাঁত খামটি সার।

১৬৪৮। মরা সরা সমান কথা।

১৬৪৯। মরা হাতী লাখ টাকা।

১৬৫০। মরার উপর খাঁড়ার ঘা।

১৬৫১। মরার চুল ফেলে হাল্‌কি করা।

১৬৫২। মরার বাড়া গালি নাই, সর্ব্বস্বের বাড়া দণ্ড নাই।

১৬৫৩। মরি খেদ নাই, কাঁটা বন দিয়ে হেঁছ্‌ড়ে না নেয়।

১৬৫৪। মরেছিল অভাগিনী শান্তি শাক খেয়ে।
বিধাতাকে প্রণাম করে চিত কাইত্‌ হৈয়ে॥

১৬৫৫। মরেও কি মর্য্যাদা হেরেছি।

১৬৫৬। মরে মেয়ে উড়ে ছাই, তবু তারে বিশ্বাস নাই।

১৬৫৭। মর্দ্দ বড় তেজী, সে ধর্‌বে বনের বেজী।

১৬৫৮। মর্দ্দ বড় বাছের বাছ।
ধরিয়াছে আম্‌রুল গাছ॥

১৬৫৯। মর্দ্দ বড় ভারি, তার তেড়া পাগড়ি।

১৬৬০। মর্দ্দ বড় হেঙ্গা, তার শণ কাটি খান ঠেঙ্গা।

১৬৬১। মর্দ্দ নারী হৈল ছাই, তবে যেন কলঙ্ক নাই।

১৬৬২। মর্দ্দ ফড়িঙ্গ কালগু হেগে।

১৬৬৩। মশা মারিতে কামান পাতা।

১৬৬৪। মশা মারিতে গালে চড়।

১৬৬৫। মশালুচি কাণা।

১৬৬৬। মহতে মহতে দ্বন্দ্ব গরিব কেন তার ভিতরে।

১৬৬৭। মহতের বাত, দণ্ডীর দাঁত। বা হাতীর দাঁত।

১৬৬৮। মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ।

১৬৬৯। মহিষের শিং বাঁকা, যুজ্‌বার সময় একা।

১৬৭০। মাকড় মার্‌লে ধোকড় হয়।

১৬৭১। মাখাল ফল দেখ্‌তে ভাল।
উপরে লাল ভিতরে কাল।

১৬৭২। মা গঙ্গা স্থান দিলেই বাঁচি।

১৬৭৩। মাগ্‌ জব্দ কিলে, হলুদ জব্দ শিলে।
পাড়াপড়্‌সি জব্দ হয়, চোখে আঙ্গুল দিলে।

১৬৭৪। মাগ নাই ছেলে নাই পোড়া কপাল।
ঠন্‌ ঠন্‌ মদন গোপাল।

১৬৭৫। মাগ না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো।

১৬৭৬। মাগ নাই শ্বশুরবাড়ী যায়।

১৬৭৭। মাগ্ মাগ্ মাগ্, মাগ আগে খাগ্,
মাগ মাথার পাগ্।

১৬৭৮। মাগী যেমন মিন্‌সে তেমন, তিনগুণ তারচেলা।

১৬৭৯। মাগের ইচ্ছা ভাতারটি।

১৬৮০। মাগের কাছে পেকের বড়াই।

১৬৮১। মাঘের শীত বাঘের গায়।
ক্ষীণের শীত সর্ব্বদায়॥

১৬৮২। মাঘের শীতে বাঘে কাঁপে।

১৬৮৩। মাঙ্গ্‌না পেয়ে টাক্‌না চায়।

১৬৮৪। মাঙ্গ্‌নার উপর টাক্‌না,
তার উপর ভিখারী বামণা।

১৬৮৫। মাচা বড় সাঁচা তার দুয়ারে গড়খাই।
ঢেকাঢেকি মেরোনাকো আমি আস্তে২ যাই।

১৬৮৬। মাছ খায়না যত্‌নী পাতে তিনটে খল্‌সে।
কি করে না যত্‌নী কোণে তিনটে মিন্‌সে॥

১৬৮৭। মাছ ধরিতে গেলেই কাদা গায় লাগে।

১৬৮৮। মাছ পোড়ার লোভে শুনি মঙ্গলবার হারায়।

১৬৮৯। মাছ মেরে এলো তিওর।
কোন্ দিক্ পাছ্‌তলা কোন্ দিক্ শিওর॥

১৬৯০। মাছরাঙ্গা পাখির কলঙ্ক যায় না।

১৬৯১। মাছি মারিতে কামান পাতা।

১৬৯২। মাছি মেরে হাত কাল।

১৬৯৩। মাছের কাঁটা গলায় লাগ্‌লে, বিড়ালের পায় পড়িতে হয়।

১৬৯৪। মাছের তেলে মাছ ভাজা।

১৬৯৫। মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই,
মানুষের মধ্যে মুই।

১৬৯৬। মাছের মার পুত্র শোক কি।

১৬৯৭। মাঝ গাঙ্গে ঢেউ দেখে কিনারায় নৌকা ডুবিও না।

১৬৯৮। মাটিতে মারিতে গুণাহ্‌গার চমকে।

১৬৯৯। মাটি বেটি মিথ্যা কথা।
এই তিন নিয়ে কলিকাতা॥

১৭০০। মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।

১৭০১। মাথা মুড়ান ঘোল ঢালা।

১৭০২। মাথায় চুল নাই লম্বা দাড়ি।

১৭০৩। মাথায় নাথী মেরে পায়ে গড়।

১৭০৪। মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল।

১৭০৫। মান্‌ব ঠাকুর দিব না,
আমার প্রত্যাশ করো না।

১৭০৬। মা না বিউলো বিউলো মাসী।
ঝাল খেয়ে মরে পাড়া প্রতিবাসী॥

১৭০৭। মানুষ বৈলে কথা। কাপড় ছিড়লে কাঁথা ॥

১৭০৮। মানুষ ভাঙ্গিলে কথা।
কাপড় ভাঙ্গিলে কাঁথা ॥

১৭০৯। মানুষ মানুষে চেনে।
শূকরে চেনে ঘেঁচু ॥

১৭১০। মানুষের কুটুম এলে গেলে।
পশুর কুটুম্ চাট্‌লে চুট্‌লে।

১৭১১। মানুষের বড় মান। তার ছেঁড়া দুই কাণ ॥

১৭১২। মানুষের বাছা ছ মাস পচা।
গরুর বাছা তুলে নাচা ॥

১৭১৩। মানুষের সঙ্গে খোঁজ নাই। পাড়া শুদ্ধ ঘর ॥

১৭১৪। মানে পলো ছাই।

১৭১৫। মানে২ থাক্‌লে ভাল।

১৭১৬। মানে২ বেঁচে আছি।

১৭১৭। মা বাপ্ ডেও ঢেক্‌না।
শালা শালাজ নে ঘর কন্না ॥
ঘরে আছেন সিদ্ধেশ্বরী
তার কথা নে কর্ম্ম করি ॥

১৭১৮। মা মরে কুলো দিয়া ঢাকে।

১৭১৯। মামা মামী ঝকড়া করে। নেকা পাস্তা খায়

১৭২০। মামার ভাতে বেগুণ পোড়া।

১৭২১। মামার জয়েই জয়।

১৭২২। মায়ের অগোচর বাপ্ নাই।
মনের অগোচর পাপ নাই।

১৭২৩। মায়ের কোলে আই বর্ত্তে।

১৭২৪। মায়ের নাম পোঁটা চুর্ণী।
ছেলের নাম চন্দন বিলাস॥

১৭২৫। মায়ের চেয়ে ব্যথিত বড়, তারে বলি ডাইন।

১৭২৬। মায়ের পোড়েনা মাসীর পোড়ে।
পাড়া পড়সীর ধবলা উড়ে॥

১৭২৭। মার সোহাগে বাপের আদর।
ফুলের সোহাগে ছোটার আদর॥

১৭২৮। মারা তীর ফেরেনা।

১৭২৯। মারি তো হাতী, লুটিতো ভাণ্ডার॥

১৭৩০। মারীচের মায়া।

১৭৩১। মারে কৃষ্ণ রাখে কে,
রাখে কৃষ্ণ মারে কে॥

১৭৩২। মারের চোটে ভূত পালায়।

১৭৩৩। মালো, জাল বুন্তো ভাল,
মালোর কপ্নী কেন কাল।

১৭৩৪। মাসামাসি গিয়াছে, সাঁজা সাঁজি আছে।

১৭৩৫। মিছরির টুক্রা ভাল, মুড়ির আঢ়ি কিছু নয়।

১৭৩৬। মিছে কথা, আর সেঁচা জল, ক দিন থাকে।

১৭৩৭। মিছে কথা সেঁচা জল, চিরকাল রহেনা।

১৭৩৮। মিছে কাজে কাটনা কামাই।

১৭৩৯। মিছে কাজে গেল দিন।

১৭৪০। মিছে জল বেড়োন।

১৭৪১। মিট্ মিটে ডাইন, ছেলে খাবার রাক্ষস।

১৭৪২। মিন্‌সে ধান কিন্‌সে, ধানে বড় পোকা,
মিন্‌সে বড় বোকা।

১৭৪৩। মিনসে বলে ধান কিনসে,
মাগীবলে কড়ি গুণ্‌সে।

১৭৪৪। মিনসের চোটে, আগুন উঠে।

১৭৪৫। মিনমিনে প্রদীপ, টিপটিপে ভাতার,
(বা পেন পেন্যে ভাতার) দেখিতে পারি না।

১৭৪৬। মিষ্ট আমেই পোকা ধরে।

১৭৪৭। মিষ্টান্নের কথাতেই মুখ মিষ্ট হয় না।

১৭৪৮। মিষ্টি খেতে কার অরুচি।

১৭৪৯। মুখচোরা, কথা কয় না।

১৭৫০। মুখচোরা বামুণ, কেশো রোগা চোর।

১৭৫১। মুখ থাকিতে নাকে ভাত।

১৭৫২। মুখ পচিয়া গোবর হওয়া।

১৭৫৩। মুখ পাত ভাল।

১৭৫৪। মুখ শুকায় ভাতে, সোণার অঙ্গুরী হাতে।

১৭৫৫। মুখ শুকায়ে আমসি হৈল।

১৭৫৬। মুখে একখানা পেটে একখানা।

১৭৫৭। মুখে খুব মিঠে, কিন্তু নিম নিসিন্দে পেটে।

১৭৫৮। মুখে ছাতু কথা কওয়া।

১৭৫৯। মুখে তোমার সরোবর, অন্তরে ক্ষুরের ধার।

১৭৬০। মুখে থাবা দিয়ে নিয়ে গেল।

১৭৬১। মুখে মধু হৃদে ক্ষুর। এইতো বিষম ক্রুর॥

১৭৬২। মুখে মধু বর্ষে, হৃদে পিঁপুল ঘর্ষে।

১৭৬৩। মুখে হাত দিলে কি প্রাণ বাঁচে।
যখন কালে ধরে কস্যে।

১৭৬৪। মুচি হৈয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে।
শুচি হৈয়ে মুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ত্যজে।

১৭৬৫। মুচির আবার মাজ্‌তো বউ।

১৭৬৬। মুছলমানের তোবা, জাতি থাকে বাবা।

১৭৬৭। মুছলমানের ভিতর হিন্দুর দেবতা।

১৭৬৮। মুছলমানের জল খেয়েছ, রামকে বল্যে দিব।

১৭৬৯। মুড়ি মিছরির সমান দর।

১৭৭০। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

১৭৭১। মুনির মন ভুলাতে পারি, মুহূর্ত্তেক বসি।

১৭৭২। মুনির শাপ, মনস্তাপ।

১৭৭৩। মুনির শাপে মনস্তাপে,
পুড়ে মর্‌বে আপনার পাপে।

১৭৭৪। মুরগীর তেজ বৃদ্ধি হৈলে,
মোল্লার বাড়ী দিয়ে পথ।

১৭৭৫। মুরদে নাই সীমা, পচা মাছে গিমা।

১৭৭৬। মুস্‌কিলে আসান।

১৭৭৭। মূর্খ ধমকায় পণ্ডিতকে।
যদি তার কড়ি থাকে।

১৭৭৮। মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধং।

১৭৭৯। মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবাচ কন্যা।
বিনাগ্নিনা সংদহতে শরীরং॥

১৭৮০। মূর্খের দোষ পদে পদে,

১৭৮১। মূর্খেরা আপন কর্ম্ম দোষ জানেনা।

১৭৮২। মূলোবাড়ী নয় বেগুণ বাড়ী।

১৭৮৩। মূলে অশুদ্ধ, তিউড়িতে গোবর॥

১৭৮৪। মূলে মাগ নাই, আবার ফুলের শয্যা।

১৭৮৫। মূলে মাগ নাই, পুত্রশোক।

১৭৮৬। মূলে মাদুরী নাই, উত্তর শিয়র।

১৭৮৭। মূষলং কুল নাশনং।

১৭৮৮। মৃত্যুরেব ন সংশয়।

১৭৮৯। মেও ধরে কে?

১৭৯০। মেগের কাছে পেকের বড়াই

১৭৯১। মেঘ চাহিতে জল।

১৭৯২। মেঘ যত গর্জ্জে, তত বর্ষেনা।

১৭৯৩। মেঘাল রৌদ্রের অতিশয় চড়্চড়ানি।
বৌ হৈয়ে গিন্নি হয় তার বড় ফর্‌ফরাণি।

১৭৯৪। মেঘে মাঘে একই রীত, যত্র বায়ুস্তত্র শীত।

১৭৯৫। মেঘেশীত নয় মাঘেশীত, যত্র বায়ু স্তত্রশীত*।

১৭৯৬। মেঘের ছায়া।

১৭৯৭। মেঘে২ বেলা হয়,কোণের বৌড়ী সাতবার খায়,
গিন্নি বলে রাত পোহায়নি।

১৭৯৮। মেঙ্গে এনে বিলিয়ে দেয়, হাতে২ স্বর্গে যায়।

১৭৯৯। মেটো আঁটুনি কথা সার।

১৮০০। মেড়ায়২ যুদ্ধ হয়, শৃগালের বিনাশ।

১৮০১। মেয়ে মুখ পুরুষ।

১৮০২। মেরে যায় ফিরে চায়,
চিরকাল থাকে সেই প্রণয়।

১৮০৩। মোল্লার দৌড় মসিদ তাগাদি (বা পর্য্যন্ত)।

১৮০৪। মৌআলু খাওয়া।

---

* কোন স্থলে এইরূপ প্রচলিত আছে যথা—
না মেঘে শীত, না মাঘে শীত, যত্র বায়ু স্তত্র শীত।

১৮০৫। মৌনং সম্মতি লক্ষণং।

১৮০৬। মৌমাছির মত ভন্‌২ করা

১৮০৭। মৌমাছির কামড়।

য

১৮০৮। যএব লোকঃ সএব ধর্ম্মঃ।

১৮০৯। যখন কপাল মন্দ হয়, বন্ধুজনে মন্দকয়।

১৮১০। যখনকার যেমন, আউষ ফুরালে আমন।

১৮১১। যখন যেমন, তখন তেমন।

১৮১২। যখন যেমন, তখন তেমন জাগ্‌লেই তো তরি।
নির্ধনের কুল নাশ, কড়ির বশ নারী॥

১৮১৩। যখন যার কপাল বাঁকে, দূর্ব্বাবনে বাঘ ঝাঁকে।

১৮১৪। যত কয়, তত নয়।

১৮১৫। যত কুও আঁমের ক্ষয়,
তাল তেতুলের কিবা হয়।

১৮১৬। যত গর্জ্জায়, তত বর্ষেনা।

১৮১৭। যত চিল উড়ে গেল, বেঁড়ে চিল ধরা পড়্‌ল।

১৮১৮। যত ছিল নাড়া বুনে, সবাই হৈল কীর্ত্তুনে,
কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে কর্ত্তাল।

১৮১৯। যত তর্ক তত নর্ক, বীচি গুণে কড়ি।

১৮২০। যত দেখ চলাচল, সকলি কপালের ফল।

১৮২১। যত বড় মুখ, তত বড় কথা।

১৮২২। যত বয়স হচ্ছে চক্রবর্ত্তী।
বুদ্ধি যাচ্ছে অধোগতি।

১৮২৩। যত হাসি তত কান্না। বলে গেছে রামশর্ম্মা।

১৮২৪। যত ক্ষণ বর্ষে, তত ক্ষণ ওষে।

১৮২৫। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

১৮২৬। যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।

১৮২৭। যত্ন করিলে রত্ন মিলে।

১৮২৮। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোত্র দোষঃ।

১৮২৯। যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ।

১৮৩০। যথারণ্যং তথাগৃহং।

১৮৩১। যদন্নঃ পুরুষোরাজন্, তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ।

১৮৩২। যদি আছে কাজ, তবে সকাল২ সাজ।

১৮৩৩। যদিকিঞ্চিদ্বরে দোষঃ কিংধনেন কুলেন কিং।

১৮৩৪। যদি দেখে আঁটা আঁটি।
কান্দিয়ে ভিজায় মাটি।

১৮৩৫। যদি পড়ে পাশা, তবে জেতে চাষা।

১৮৩৬। যদি পাই রূপার কুচি,
তবে মুচিকে করি শুচি।

১৮৩৭। যদি পায় রাজ্য দেশ,।
তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ॥

১৮৩৮। যদি শেওড়া তলায় আম পাই,
তবে আমতলায় কেন যাই।

১৮৩৯। যদি হয় কুজন, তবে নয় ঘরে ন জন।

১৮৪০। যদি হয় সুজন, তবে এক শয্যায় ন জন।

১৮৪১। যদি হরি পদে থাকে মন।
তবে হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন॥

১৮৪২। যদি হবে খাটি, তবে হও মাটি।

১৮৪৩। যদি হারালে জাত, তবে হওগে কাত।

১৮৪৪। যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরং।

১৮৪৫। যম জামাই ভাগিনা, তিন নহে আপনা।

১৮৪৬। যমের মার গঙ্গাস্নান।

১৮৪৭। যস্মিন্‌দেশে দ্রুমোনাস্তি এরণ্ডোপি দ্রুমাযতে।

১৮৪৮। যস্মিনদেশে যদাচার, পারম্পর্য্যং বিধীয়তে।

১৮৪৯। যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথা ভূষণ বাহনং।

১৮৫০। যস্যনাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রংতস্য
করোতি কিং।

১৮৫১। যাঁহা বায়ান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন।

১৮৫২। যা কপালে পাছে তাই হবে।

১৮৫৩। যাক্ প্রাণ, থাকুক মান।

১৮৫৪। যাচা কন্যা কাচা কাপড়,
পরিত্যাগ করিবে না।

১৮৫৫। যত দোষ নন্দ ঘোষ।

১৮৫৬। যাচিয়া মান, আর কান্দিয়া সোহাগ।
তাতে হয় অপমান, লোকেতে করে বিরাগ।

১৮৫৭। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

১৮৫৮। যাবজ্জীবন সম্বন্ধ।

১৮৫৯। যায় শত্রু পরে পরে।

১৮৬০। যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য জনে লাঠি বাজে।

১৮৬১। যার গরুটা কাদায় পড়ে, তার দুণা বল হয়।

১৮৬২। যার গলা ধরে কান্দি, তার নাই চক্ষে পানী।

১৮৬৩। যার গোষ্ঠীকে কুমীরে খায়।
সে ঢেঁকি দেখিলে ডরায়।

১৮৬৪। যার গোয়ালে গরু, তার কথা সরু।

১৮৬৫। যার গোলায় ধান, তার কথা টান।

১৮৬৬। যার ঘরে ভাত, তার দোয়াড়ে মাছ।

১৮৬৭। যার ছেলে যত খায়, তার ছেলে তত নাটায়।

১৮৬৮। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

১৮৬৯। যার ঝি তার জামাই, পাড়া পড়সীর
কাটনা কামাই।

---

* যার ছেলেকে কুমীরে খায়।
ইতি দ্বিপাঠঃ।

১৮৭০। যার দাঁত কাল তার সূতাভাল, তাইকে নিব বটেনি। আয় ঝমাঝম্ তাঁত বুনি।

১৮৭১। যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই।

১৮৭২। যার ধর্ম্মের ঠিক নাই, তার কর্ম্মের ঠিক নাই।

১৮৭৩। যার নাই পুঁজি পাটা, সেই যাউক্ বেলেঘাটা।

১৮৭৪। যার বাক্‌সে টাকা, তার কথা বাঁকা।

১৮৭৫। যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়া পড়সীর ঘুম নাই।

১৮৭৬। যার বিষয় তার মনে নাই।
পাড়া পড়সীর ঘুম নাই।

১৮৭৭। যার বেটার বিয়ে তার পাতে দই নাই।

১৮৭৮। যার ভাল করিবে; তার মন্দ করিবে না।

১৮৭৯। যার মনে যে লয়, দুগ্ধ বেচে মদ খায়।

১৮৮০। যার যখন কপাল ধরে।
শুকনা ডেঙ্গায় ডিঙ্গি চলে।

১৮৮১। যার যে কথা নয়, সে যেন সে কথা না কয়।

১৮৮২। যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।

১৮৮৩। যার যেমন মতি। তার তেমন গতি।

১৮৮৪। যার যেমন মন, তার তেমন ধন।

১৮৮৫। যার শিল তারি নোড়া,
তারি ভাঙ্গে দাঁতের গোড়া।

১৮৮৬। যার সঙ্গে যার মজে মন,
কিবা হাড়ী কিবা ডোম।

১৮৮৭। যার সরিষা তার তৈল, চেয়ে থাকে ভেলং।

১৮৮৮। যার হাতে না খাওয়া যায়, সে বড় রন্ধনী।
যার সঙ্গে না ঘর করাযায়, সে বড় গৃহিণী।

১৮৮৯। যারে খায় কাল সাপে,
কি করে তার ওঝার বাপে।

১৮৯০। যারে দেখ্‌তে না পারি, তার চলন বাঁকা।

১৮৯১। যারে বলে ভাজা চাল, তারে বলে মুড়ি।

১৮৯২। যারে লোকে না মারে, সে চাল্‌তা তলায় যায়।

১৮৯৩। যাহার গলায় ঘা, সে বলে আমি বাঁচ্‌ব।

১৮৯৪। যাহার নামে উপবাস, তাহার সঙ্গেতে প্রবাস।

১৮৯৫। যাহার লুণ খাই, তাহার গুণ গাই।

১৮৯৬। যাহার পায়ে ঘা, সে বলে আমি মরব।

১৮৯৭। যাহার মরণ যেখানে।
না ভাড়া করো যায় সেখানে।

১৮৯৮। যাহার হাতে আছে টাকা,
তাহার কথা এঁকা বাঁকা।

১৮৯৯। যাহারে না মারি হাতে,
তারে কিন্তু মারি ভাতে।

১৯০০। যে আইল যোগী, সে হইল সেকী।

১৯০১। যে এক কাণ কাটা, সে গাঁর বার্ দিয়ে যায়।
যে দুই কাণ কাটা, সে গাঁর ভিতর দিয়ে যায়।

১৯০২। যে এলো চষ্যে, সে থাকিল বস্যে।
যে এলো কোঁত্পেড়ে, তারে দেও ভাত বেড়ে।

১৯০৩। যে কাটায় সাপ, সেই কাটায় শোধ।

১৯০৪। যে কথা রটে, সে কথা বটে।

১৯০৫। যেখানে নাই মান, সেখানে ছাড়ি পাকাধান।

১৯০৬। যেখানে না চলে সূঁই,
সেখানে চালাই বেটে।

১৯০৭। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়।

১৯০৮। যে খেল্‌তে জানে, সে কাণা কড়িতেই খেলে।

১৯০৯। যেখানে ভাই ভাই, সেখানে ঠাঁই ঠাঁই।

১৯১০। যেচে মান, কেন্দে সোহাগ।

১৯১১। যে ছেলে ভাটা মারে, তার নাটা হেনচক্ষু।

১৯১২। যেজন রসিক, তার নয়ন দেখ্‌লে চেনা যায়।

১৯১৩। যে জানে না উত্তর পূব, তার সদাই সুখ।

১৯১৪। যে ডালে বসে, সেই ডাল কাটে।

১৯১৫। যে দিকে জল পড়ে, সেই দিকে ছাতা ধরে।

১৯১৬। যে দেবতা গড়িতে পারে,
সে বানরও গড়িতে পারে।

১৯১৭। যে দেশে কাক নাই; সে দেশে কি রাত্রি পোহায় না।

১৯১৮। যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরণ্ডই বড় বৃক্ষ।

১৯১৯। যে দেশে কাপড় নাই,
সে দেশে ধোপার কি আবশ্যক।

১৯২০। যেন আদায়, কাঁচকলা।

১৯২১। যেন জোঁকের মুখে, চূণ পড়িল।

১৯২২। যেন বাঘের মত, রৌদ্র জ্ঞান হয়।

১৯২৩। যেন সতী সাবিত্রী মাগ।

১৯২৪। যেনা জানে টিপ্ টিপার ঘা,
তারে গিয়ে টিপ্ টিপা।

১৯২৫। যে পাতে খায় সে পাত ছেঁড়ে।

১৯২৬। যে পাতে খায়, সে পাতে বাহ্যে যায়।

১৯২৭। যে বেটি সতিনে পড়ে, ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।

১৯২৮। যেমন আন্দিরাম, তেমনি যজমান।

১৯২৯। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।

১৯৩০। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।

১৯৩১। যেমন গাল, তেমনি চড়।

১৯৩২। যেমন গুরু, তেমনি চেলা।
টক্‌ঘোল তার ছেঁদা মালা॥

১৯৩৩। যেমন তেমন গড়, চূণ দিয়ে মোড়।

১৯৩৪। যেমন তেমন চাকরী, ঘি ভাত।

১৯৩৫। যেমন দান, তেমনি দক্ষিণা।

১৯৩৬। যেমন দেব, তেমনি বাহন।

১৯৩৭। যেমন দেবী, তেমনি দেব।

১৯৩৮। যেমন নদীয়ার চাঁদ, তেমনি মুখের ছাঁদ।

১৯৩৯। যেমন নেড়া, তেমনি নেড়ী।
বনপুঁই শাঁক ছড়া হাঁড়ী।

১৯৪০। যেমন পাপ, তেমনি প্রায়শ্চিত্ত।

১৯৪১। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

১৯৪২। যেমন ভূষণ, তেমনি বাহন।

১৯৪৩। যেমন মতি তেমনি গতি, কাঁচকলাটা ভগবতী।

১৯৪৪। যেমন মন, তেমনি ধন।

১৯৪৫। যেমন রাজ্যে করি ঘর।
ল্যাংট হৈয়ে খাল পার॥

১৯৪৬। যেমন শরা তেমনি হাঁড়ী,
গড়্যে রেখেছে কুমার বাড়ী।

১৯৪৭। যেমন হাঁড়ী, তেমনি শরা।

১৯৪৮। যে মরিবে আপন দোষে,
কি করিবে তার হরিহর দাসে।

১৯৪৯। যে মরে সেই ভূত।

১৯৫০। যে মারে সেই যম।

১৯৫১। যে যা খায়, তাই তার ঢেকুর উঠে।

১৯৫২। যে যারে ধ্যায়, সেই তারে পায়।
ভাবুক না হৈলে, যত্ন না পায়।

১৯৫৩। যে যারে দেখিতে না পারে।
সে তাহাকে হাঁটিতে খোঁড়ে॥

১৯৫৪। যে রক্ষক, সে ভক্ষক।

১৯৫৫। যে রাধে সে কি চুল বাঁধে না।

১৯৫৬। যে লঙ্কায় যায়, সেই রাক্ষস হয়।

১৯৫৭। যেষামন্যাগতি র্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।

১৯৫৮। যে সয়, সেই রয়।

১৯৫৯। যে সরিষায় ভূত ঝাড়ায়, সেই সরিষাই ভূত।

১৯৬০। যে হয় ঘরের শত্রু, সেই যায় বর যাত্র।

১৯৬১। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

১৯৬২। যোড়া ভুরু নষ্টের গুরু।

১৯৬৩। যোষস্য হৃদ্যো নহি তস্য দূরং।

১৯৬৪। যৌবন কালে গর্দ্দভীকেও ভাল দেখায়।

র

১৯৬৫। রক্তের তেজে কথা না কওয়া।

১৯৬৬। রঘুনাথ ঠাকুরকে খেল বাঘে।
অন্য লোক কোথায় লাগে।

১৯৬৭। রঘুনাথের শিষ্য।

৯১৬৮। রঘুনাথের বেগার।

১৯৬৯। রণে কাটা কাটি হচ্ছে।

১৯৭০। রতন বাবুর নাতি, স্বর্গে দিবেন গোটা কতক বাতী।

১৯৭১। রথ দেখাও হয়, কলা বেচাও হয়।

১৯৭২। রন্ধনের চাউল চর্ব্বণে যায়।

১৯৭৩। রমানাথের এঁড়ো, বহিবেও না, বহিতে দিবেও না।

১৯৭৪। রসাতলে দেওয়া (বা পাঠান)

১৯৭৫। রস্থন বলেন কাঁচকলা ভাই, তোমার বড় খোষা। ছকু বলেন নকোরে ভাই, এবড় তামাসা।

১৯৭৬। রক্ষকে ভক্ষণ করে, তারে কে রাখিতে পারে।

১৯৭৭। রাই কুড়ায়ে বেল।

১৯৭৮। রাঁড়ের পুঁজি।

১৯৭৯। রাঁধুনীর সঙ্গে পীরিত থাকিলে, ভোজনে সুখ হয়।

১৯৮০। রাখালের কাছে শালগ্রাম।

১৯৮১। রাগ চণ্ডাল।

১৯৮২। রাগীর সুখ কোথাও নাই।

১৯৮৩। রাঙ্গামুখ মূল পারা।

১৯৮৪। রাজাজি আর পঞ্চা তেলি।

১৯৮৫। রাজাদের ঘুড়ী, এক বিয়েনে বুড়ী।

১৯৮৬। রাজা মারে দোহাই দিব কার।

১৯৮৭। রাজা ধন বিলান,
অন্দরে কুড়ান্ কে? না রাণী।

১৯৮৮। রাজা যম উভয় বিরুদ্ধ।

১৯৮৯। রাজা যেমন গবাচন্দ্র, পাত্র তার তেমনি।
তাঁত গাড়েতে পড়ে ঘোড়া, ঘাড় করেছে এমনি।

১৯৯০। রাজায়২ যুদ্ধ হয়, নল খাক্ড়ার প্রাণ যায়।

১৯৯১। রাজারও রেয়ত নই, সাধুরও খাতক নই।

১৯৯২। রাজার কাছে কোটালের দোহাই।

১৯৯৩। রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট,
স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট।

১৯৯৪। রাজার মা কাকের ছাঁ বিয়েছে।

১৯৯৫। রাজার মাটী, বেশ্যার পাটি।

১৯৯৬। রাজার রাজপাট, যোগীর ঝুলি কাঁথা।

১৯৯৭ রাজার সুখে অরণ্যে বাস।

১৯৯৮। রাজার সুখে বনে বাস,
কি করে কলা কাপাস।

১৯৯৯। রাজী বড় বৌ, তার আবার ঠাকুরঝি।

২০০০। রাত উপাসী হাতী পড়ে।

২০০১। রাম কামারের ধন, রাম কামারেই গেল।

২০০২। রামদুলাল সরকারের পুরুত।

২০০৩। রাম না হৈতে রামায়ণ।

২০০৪। রামের কুঁড়ে লক্ষ্মণের কুঁড়ে।
উড়ে গেল মোর কিসের কুঁড়ে।

২০০৫। রুখা মাথায় তেল দেয় না,
তেলা মাথায় তেল।

২০০৬। রুধির নিয়ে বিষয়।

২০০৭। রূপে মারি নাথী, গুণে ধরি ছাতি।

২০০৮। রূপের গৌরবে বাঁ পায়ের নাথী।

২০০৯। রাবণ জিতে সীতা নিতে, নারবে রঘুনাথ।

২০১০। রাবণের কালনিমি মামা।

২০১১। রাবণের চুলি।

২০১২। রাবণের দোষে সমুদ্র বন্ধন।

২০১৩। রেওর স্বর্গেও চিঁড়ে দই।

২০১৪। রোগী যেমনি নিম খায় মুদিয়ে নয়ন।

ল

২০১৫। লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

২০১৬। লঙ্কায় গিয়া হলুদের গুঁড়া।

২০১৭। লঙ্কায় গেলেন দরিদ্র, লৈয়ে এলেন হরিদ্র।

২০১৮। লড়িতে জেটী, বলিতে বাঘ।

২০১৯। লড়ে চড়ে খসেনা, দফরাগাজির কুড়ুল।

২০২০। ননীর পুথুল নয় যে, রৌদ্র পেলে গল্যে যাবে।

২০২১। ললাট লেখো নপুনঃ প্রয়াতি।

২০২২। লক্ষ্মণ মা আর লক্ষ্মণ হাড়ী।

২০২৩। লক্ষ্মী ছাড়া কুটুম্ব, কুটুম বাড়ী যায়।
হুতু থাকুক্ জলপিঁড়ি সন্তাষ না পায়।

২০২৪। লক্ষ্মীছাড়ার দাঁতে বিষ।

২০২৫। লক্ষ্মী হৈলেন লক্ষ্মীছাড়া শঙ্কর ভিখারী।

২০২৬। লক্ষ্মীর পো ভিক্ষা মাগে।

২০২৭। লাখটাকা লাখটাকা তুকুড়ি দশ টাকা।

২০২৮। লাখ টাকায় বামণ ভিখারী।

২০২৯। লাজ নাই তোর বেথো শাকে।
লুণ তেল নাই কেমন লাগে।

২০৩০। লাথী মেরে বিষ্ণবে নমঃ।

২০৩১। লাভ না ভূতো, কাঠপানা গুতো।

২০৩২। লাভঃপরং গোবধঃ।

২০৩৩। লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং।

২০৩৪। লাভে মূলে হাভাত হৈলে।

২০৩৫। লাভে লোহা বয়।

২০৩৬। লাভের গুড় পিঁপড়ায় খেল।

২০৩৭। লাভের মধ্যে না হিন্দু না মুছলমান।

২০৩৮। লিখিব পড়িব মরিব দুখে।
মৎস্য ধরিব খাইব সুখে॥

২০৩৯। লুণ আনিতে পান্তা ফুরাল।

২০৪০। লুণ খেলে গুণ মানে।

২০৪১। লেখায় যোখায় যে জন মরে।
শুঁট পিপুলে কি তার করে॥

২০৪২। লেখার কড়ি বাঘে খায় না।

২০৪৩। লেঙ্গটার বস্ত্র হরণ।

২০৪৪। লেভে সাহস মাস্থায় ধ্রুবঃ সর্ব্বোত্তমং পদং।

২০৪৫। লোকের কাছে না মুখ পায়।
ঘরে এসে মাগ ঠেঙ্গায়॥

২০৪৬। লোচ্চা মরেন শীতে আর ভাতে।

২০৪৭। লোটোকে না বল্য লোটো।
উল্‌টে ধরবে চুলের মুটো॥

২০৪৮। লোট্যা খাট্যা আড়াইয়া,
সজিনা বার মাস।

২০৪৯। লোভঃ পাপস্য কারণং।

২০৫০। লোভ সকল দোষের মূল।

২০৫১। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

২০৫২। লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়;
সাপ ব্যাং পশু পক্ষী কে কোথা এড়ায়॥

শ।

২০৫৩। শক্ত মৃত্তিকায় বিড়ালে আঁচড়ে না।
নরম না হইলে কেহ জোর করে না॥

২০৫৪। শক্তের তিন কুল মুক্ত, শক্তের বশে থাকে তক্ত।

২০৫৫। শঙ্কচিলের ঘটি বাটী,
গোদা চিলের মুখে নাথী।

২০৫৬। শজনার ছালে পাতে খায়।
গরম ডুদে ধাতু উগ্র হয়॥

২০৫৭॥ শঠের প্রেম ক্ষুরের ধার।
যো পাইলে কেহ নয় কার॥

২০৫৮। শঠেশাঠ্যং সমাচরেৎ।

২০৫৯। শতেক কথায় সতী ভোলে।

২০৬০। শতেক কেউয়া এক গোলেল্লা।

২০৬১। শতেক চাষে তুলা। তার অৰ্দ্ধেক মূলা॥
তার অৰ্দ্ধেক ধান। বিনা চাষে পান॥

২০৬২। শতেক রাঁড় এক এয়ো।
যারে সেবা দেয় সেই বলে আমার মত হৈও॥

২০৬৩। শত্রুকে উচ্চ পিঁড়ি।

২০৬৪। শনিবারের মড়া দোসর চায় ॥

২০৬৫। শনির দৃষ্টি হইলে পোড়া শোল পলায়।

২০৬৬। শনির দৃষ্টি কেবা নাড়ে।
গণেশের মাথা খস্যে পড়ে ॥

২০৬৭। শনি রাজা মঙ্গল পাত্র।
চষো খোঁড় এই মাত্র ॥

২০৬৮। শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং।

২০৬৯। শব থাকিতে কুশ পুত্তল।

২০৭০। শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনং ॥

২০৭১। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং ॥

২০৭২। শরীরের নাম মহাশয়। যা সহাও তাই সয় ॥

২০৭৩। শর্করার মূল্য গর্দ্দভে কি জানে।

২০৭৪। শশার ফাঁক।

২০৭৫। শস্যঞ্চ গৃহমাগতং।

২০৭৬। শাঁক চুরণীর গিন্নিপানা।

২০৭৭। শাঁখা পাতর এঁড়্যে। তিন গৃহস্থ ভেঁড়ে ॥

২০৭৮। শাঁখা হাতীর শাঁখা নড়ে।
পাগলা বলে আমার জন্যে ভাত বাড়ে ॥

২০৭৯। শাঁখের করাত। আস্‌তে কাটে, যেতে কাটে ॥

২০৮০। শাপাদপি শরাদপি।

২০৮১। শাক চোরকে ত্রিশূল।

২০৮২। শানকির উপর বজ্রাঘাত।

২০৮৩। শাপে বর হৈল।

২০৮৪। শালগ্রামের শোওয়া বসা সমান।

২০৮৫। শালূক খেয়ে দাঁত কাল।
লোকে বলে আছে ভাল॥

২০৮৬। শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর॥

২০৮৭। শিংভেঙ্গে বাছুরের পালে মেশা।

২০৮৮। শিকরাকে তাঁবা দেখান।

২০৮৯। শিকল কাটা টিয়ে পোষমানে না।

২০৯০। শিয়ান ঘুঘুর ছাঁ, ফাঁদে না দেয় পা।

২০৯১। শিবের অনুচর।

২০৯২। শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে ধরে না।

২০৯৩। শীকারি বিড়ালের, গোঁপ দেখিলে চেনা যায়।

২০৯৪। শীঘ্রি দেখে এগোয়।
আর কোঁৎকা দেখে পেছোয়॥

২০৯৫। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।

২০৯৬। শুকনা কাঠে বজ্রাঘাত।

২০৯৭। শুকনা কাঠ ভাঙ্গিলেও নোয় না।

২০৯৮। শুকনা গাছে জল সেঁচা।

২০৯৯। শুনে কথা হাসি পায়।
বিধাতার গুণ কব কায়॥

২১০০। শুনে কালা কাড়ার বাদ্য।
বলে কালা মোর বিয়ের বাদ্য ॥

২১০১। শুয়ে জাগে এস্যে মাগে।
একথা কিছুতেই না লাগে ॥

২১০২। শুষ্ক কাষ্ঠে ব্রহ্মশাঁপ।

২১০৩। শূঁউরে গোঁ।

২১০৪। শূকর কুকুর ভারি। তিন না চলে ধীরি২ ॥

২১০৫। শূন্য গোয়াল ভাল, তবু দুষ্ট ষাঁড় কিছু নয়।

২১০৬। শৃগালে সমুদ্র পার।

২১০৭। শেওড়া গাছের পেতনী।

২১০৮। শেকরা মাগী নেকরা করে।
ঘরে ভাত নাই শাঁকা পরে ॥

২১০৯। শেয়ান ঘুঘু ফাঁদে পা দেয় না।

২১১০। শেয়ান ঠক্‌লে বাপকে বলে না।

২১১১। শেয়ান পাগল। বোঁচ্‌কা আগল।

২১১২। শেয়ানের চাউল উলুবনে পড়ে।

২১১৩। শেয়ানে২ কোলাকোলি, মুটম্‌ হাত এড়াএড়ি ॥

২১১৪। শেয়ালে কাঁটাল বয়।

২১১৫। শেয়ালে ফাকি।

২১১৬। শৈলে২ কখন মাণিক মিলে না।

২১১৭। শোকে সাগর উথলে।

২১১৮। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

২১১৯। শ্রমাদগ্নি স্তুতোবলঃ।

২১২০। শ্বশুর কে ভাত দিয়ে পড়্‌ল মনে।
আমানি নিয়ে ছোচাল কোণে॥

২১২১। শ্বেত চামর আর কোষ্টা পাট।

ষ

২১২২। ষড়্‌ভিকর্ণো নিপাতিতঃ।

২১২৩। ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ।

২১২৪। ষষ্ঠি রাগ করেন ছেল্যা ধরে খাবেন।
অন্যে তিনি কি করিবেন॥

২১২৫। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে।

২১২৬। ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয়। নল খাক্‌ড়ার প্রাণ যায়।

২১২৭। ষাড়ের হোঁকা, জয়ঢকা সমান।

স

২১২৮। সকল ফুলে চামর বাঁধা যায় না।

২১২৯। সকল নৈবেদ্যে ঠোকর মারা।

২১৩০। সকল নোড়াই যদি শিব হয়, তবে হলদি
বাটে কিসে।

২১৩১। সকল পথ দৌড়াদৌড়ী। খেয়াঘাটে গড়াগড়ি

২১৩২। সকল ব্রত করিল যশী,
বাঁকী আছে ভীম একাদশী।

২১৩৩। সকলং শীলেন কুর্য্যাদ্বশং।

২১৩৪। সকলে সকল ধরে মেও ধরে কে ?।

২১৩৫। সকলেত সিন্দূর পরে, কপালগুণে ঝলক্ মারে।

২১৩৬। সকলেই আপন কোলে টানে।

২১৩৭। সকলের মূলভক্তি মুক্তি তার দাসী।

২১৩৮। সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।

২১৩৯। সঞ্চিতার্থো বিনশ্যতি।

২১৪০। সৎমায়ের শ্রদ্ধা পান্তাভাতে ঘি।

২১৪১। সৎপুত্রঃ কুল দীপকঃ॥

২১৪২। সৎসঙ্গে কাশীবাস। অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ॥

২১৪৩। সত্য কথার ডালপালা নাই।

২১৪৪। সদুপদেশের মূল্য নাই।

২১৪৫। সতীত্বং ভূষণং স্ত্রীণাং।

২১৪৬। সতিনের হাত সাপের ছোঁ,
চিনি দিলে তুলে থো॥
সতিনের রা নিশির ডাক॥
তিনডাকে চুপ্ মেরে থাক।

২১৪৭। সদ্য ফল চুচুড়া মিষ্টি।

২১৪৮। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ॥

২১৪৯। সধবার কপালে সিন্দূর দেখে
বিধবারা মরে দুখে।

২১৫০। সধবার কপালে সিন্দূর দেখে,
বিধবার কপাল চড় চড় করে।

২১৫১। সন্নিপাতের তৃষ্ণা।

২১৫২। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র, গায় সর্ব্বজন।
শুভ্র বস্ত্রে মসী বিন্দু দেখায় যেমন।

২১৫৩। সপাপিষ্ঠ স্ততোধিকঃ।

২১৫৪। সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং।

২১৫৫। সফল কেবল নাম মাত্র অদৃষ্টই গোড়া।

২১৫৬। সফরী ফরফরায়তে।

২১৫৭। সবাই কে পারা যায়,
পায় পড়াকে পারা যায় না।

২১৫৮। সবার বেলা টুকা টুকা, মোর বেলা এতটুকা
আর জন্মে মোর মা থিলা।
সবার মাঝে মোর মান বাড়াইলা
আর জন্মে মোর বাপ থিলা॥

২১৫৯। সবুরে মেওয়া ফলে।

২১৬০। সভায় না ঠাঁই পায়, ঘরে এসো মাগ ঠেঙ্গায়

২১৬১। সময় বহিয়া গেলে অসময়ে কিছু হয় না।

২১৬২। সময় ঘনাইলে কোথায় কেহ বাঁচেনা॥

২১৬৩। সময়ে সকলে বন্ধু হয়,
অসময় হৈলে কেহ কার নয়।

২১৬৪। সম্মুখ দিয়ে তিল যায় না,
পেছোন দিয়ে তাল যায়।

২১৬৫। সমুদ্রে পাদ্যঅর্ঘ্য।

২১৬৬। সমুদ্রে শয্যা শিশিরে কি ভয়।

২১৬৭। সমুদ্রের জল এক কলসী,
তুলিলেই কি ছেঁচিলেই কি?

২১৬৮। সমূলস্তু বিনশ্যতি।

২১৬৯। সম্পদে অনেক বন্ধু মিলে।

২১৭০। সম্বন্ধ জীবনাবধি।

২১৭১। সরস্বতীর সঙ্গে কোমরা কুমরী।

২১৭২। সরামঃ কিং করিষ্যতি।

২১৭৩। সরা মরা সমান কথা।

২১৭৪। সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।

২১৭৫। সর্ব্বস্বের বাড়া ধন নাই।

২১৭৬। সর্ব্বাঙ্গে আসলা, গোদাপায়ে পাশলা।

২১৭৭। সর্ব্বাঙ্গে ঘা ঔষধ দিবার ঠাঁই নাই।

২১৭৮। সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যং।

২১৭৯। সসার পীরিত ভিতরে ফাঁক।

২১৮০। সস্তার নানা অবস্থা।

২১৮১। সস্তার মাটি কিনি।

২১৮২। সহজেতে যাহা হয়, তাতে জিদ্ ভাল নয়।

২১৮৩। নেবু কচ্‌লালে তিত হয়।

২১৮৪। সহরে আগুন লাগ্‌লে পীরের ঘর বাঁচে না।

২১৮৫। সহিলে সম্পত্তি, না সহিলেই বিপত্তি।

২১৮৬। সহায় বলবত্তরঃ।

২১৮৭। সহুরে কাঁক, চালাক বড়।

২১৮৮। সাঁতার না জানিলে, বাপের পুকুরে ডুবে মরে।

২১৮৯। সাগরও শুকায় না, পাপও লুকায় না।

২১৯০। সাগর ছিল নগর হৈল।

২১৯১। সাচাতুরী চাতুরী।

২১৯২। সাজ করিতে দোল ফুরাল।

২১৯৩। সাজার মা গঙ্গা পায় না।

২১৯৪। সাজতে গুজতে কিঙ্গা রাজা।

২১৯৫। সাত কথার উপর পাঁচ কথা।

২১৯৬। সাতকাণ্ড রামায়ণ সীতা কার ভার্য্যা।

২১৯৭। সাত চোরে মুসুরি বাঁটে।

২১৯৮ সাতটা ছুঁড়ী আর একটা বুড়ী।

২১৯৯। সাত নবিসেন্দা এক ওয়াকিবহাল সমান।

২২০০। সাত পাঁচ ভেবে কর্ম্ম করা।

২২০১। সাত ভাই তাঁত বোনে, আপনং কোলে টানে।

২২০২। সাত্ রাঁড় এক এয়ো, যাকে গড় করি
সে বলে আমার মত হৈও।

২২০৩। সাদার উপর কালী।

২২০৪। সাধলে জামাই, ঘিভাত খায় না।
অবশেষে জামাই লুণ ভাত পায় না।

২২০৫। সাধিলে জামাই খায় না, না সাধিলে পায় না।

২২০৬। সাধু সঙ্গে সাধু হয়।

২২০৭। সাধিলেই সিদ্ধি, আর্জ্জিলেই নিধি।

২২০৮। সাধে বলে বাপ, কি পেয়াদায় বলায় বাপ।

২২০৯। সাধে বিধাঁইলাম কাণ, কাটিদিতে যায় প্রাণ

২২১০। সাপও মরে, লড়িও না ভাঙ্গে।

২২১১। সাপ যে খানে, নেঙ্গুড় সেখানে।

২২১২। সাপে ছুঁচ ধরা (বা গেলা)।

২১৩। সাপের কাছে বেজী নাচে,
তবে জানি যে রোজা আছে।

২২১৪। সাপের পা দেখেছে।

২২১৫। সাপের মাথায় ব্যাং নাচান।

২২১৬। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

২২১৭। সাবিদ্যা তস্মাতির্যয়া।

২২১৮। সাহসে ভজতে লক্ষ্মীঃ

২২১৯। সাবধানের মার নাই।

২২২০। সিংহের ভাগ শৃগালে খায়।

২২২১। সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে,
গাঁজা খেলে লক্ষ্মীছাড়ে।

২২২২। সিদ্ধি বরদারে পোরো বরদার।

২২২৩। সিদ্ধির ঝুলি।

২২২৪। সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।

২২২৫। সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়।

২২২৬। সুখের ঘরে রূপের বাসা।

২২২৭। সুখের চেয়ে স্বাস্থ্য ভাল।

২২২৮। সুজনকে এক কথা মরণ সমান।

২২২৯। সুধু কথায় চিঁড়ে ভিজেনা।

২২৩০। সুধু ভাত খাও, আবার ফোঁটাপানে চাও।

২২৩১। সুধু মেঘে মাটি ভিজেনা।

২২৩২। সুধু হাঁড়ীতে পাত বাঁধিয়া কাটাইতেছি।

২২৩৩। সেঁকিতে বিপরীত।

২২৩৪। সেই চোরার পার্ব্বণ কূলিধেয়ে যায়।

২২৩৫। সেই ধান্যে সেইচাল, গিন্নি বিনে আল থাল।

২২৩৬। সেই মল খসালি, লোকটা কেন হাঁসালি।

২২৩৭। সেকরা, মায়ের সোণাও চুরি করে।

২২৩৮। সেকরার ঠুক্ ঠাক, কামারের এক ঘা।

২২৩৯। সেখানে যমও আসিতে পারে না।

২২৪০। সেখের দাড়ি ঔষধে লাগে।

২২৪১। সে গুড়ে বালি।

২২৪২। সেধে পেড়ে পীরিত, মেজে ঘস্যে রূপ।

২২৪৩। সেধো ভাত খাবি নে? না, হাত ধোব কোথা।

২২৪৪। সেবকাম্নং পুরাতনং।

২২৪৫। সে মাহুতের অঙ্কুশ।

২২৪৬। সেয়াকুলের কাঁটা।

২২৪৭। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

২২৪৮। সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরোয় না।

২২৪৯। সোণা ফেলে আঁচলে গিরে।

২২৫০। সোণা বল্যে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিতল হৈল।

২২৫১। সোণায় সোহাগা।

২২৫২। সোণার অঙ্গ হৈল কালী।

২২৫৩। সোণার ওজন কুঁচের সহিত।

২২৫৪। সোণার দাঁড়ে, কাক বসান।

২২৫৫। সোণার বেণ্যে যার মিত, তারে বিধি বিড়ম্বিত।

২২৫৬। সোণার ক্ষুরে এঁড়ো, পীর বরাবর নেড়ে।

২২৫৭। সোলমাচ লেজ নাড়ে, মেছুনীর কড়ি বাড়ে।

২২৫৮। সৌজন্যং যদি কিংপরৈঃ।

২২৫৯। সংসর্গজাদোষ গুণাভবন্তি।

২২৬০। স্ত্রী জালে কাহার রক্ষা।

২২৬১। স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং,
দেবা নজানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ

২২৬২। স্ত্রী পতিকে বামণ জ্ঞান নাই।

২২৬৩। স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ং করী,।

২২৬৪। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

২২৬৫। স্ত্রী লোকের অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

২২৬৬। স্ত্রীলোকের লজ্জা ভূষণ।

২২৬৭। স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা।

২২৬৮। স্থান স্থিতঃ কাপুরুষোপি সিংহঃ।

২২৬৯। স্থানের ঘোড়া ঘাস পায় না,দলচরীকে দানা।

২২৭০। স্থির পানী পাতর বিঁধে।

২২৭১। স্নানের সাক্ষী কোঁটা।
ভোজনের সাক্ষী পেট মোটা।

২২৭২। স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসেচ মূর্খতা।

২২৭৩। শ্বঃকার্য্য মদ্য কর্ত্তব্যং।

২২৭৪। স্বভাব যায় মলে, ইল্লৎ যায় ধুলে।

২২৭৫। স্বচ্ছিদ্রং যদি জানাতি, পরচ্ছিদ্রং ন পশ্যতি.।

২২৭৬ স্বস্থানে সকলেই রাজ তুল্য।

২২৭৭। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা।

২২৭৮। স্বাদের মুখে ছাই পড়ুক, পেট মাত্র ভরুক।

২২৭৯। স্বামীর হাতে ধন থাকিলে,স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীমণি।

হ

২২৮০। হউক্ না কেন কাটের বিড়াল,
ইদুঁর ধরিলেই হয়।

২২৮১। হওয়া ভাতে কাটী।

২২৮২। হক কহিতে আহাম্মক রুষ্ট, (বা বেজার)

২২৮৩। হত গজ করো না।

২২৮৪। হতং যজ্ঞ মদক্ষিণং।

২২৮৫। হদ্দ হৈলাম দেখে শুনে।

২২৮৬। হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র পাত্র।

২২৮৭। হরি ঘোষের গোয়াল।

২২৮৮। হরি নামে খোঁজ নাই, ফটিকে রাঙ্গা থোপ।

২২৮৯। হরির খুড়ো।

২২৯০। হস্তগত বস্তুই আপনার হয়।

২২৯১। হস্তীহস্ত সহস্রেণ শতহস্তেন বাজিনঃ।

২২৯২। হস্তী কাঁধে যেবা যায়, হম্বারবে সে ডরায়।

২২৯৩। হাঁ করিলে গাঁয়ের বার্ত্তা পাওয়া যায়।

২২৯৪। হাঁচি টিক্‌টিকি বাধা, যে না মানে সে গাধা।

২২৯৫। হাঁড়ী শুদ্ধই অলবণ।

২২৯৬। হাকিম ফেরে, তবু হুকুম ফেরে না।

২২৯৭। হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ।

২২৯৮। হাটে কি দর চাউল, না মামার ভাতে আছি।

২২৯৯। হাটে মামা হারাণ।

২৩০০। হাটে রাঁধে হাটে খায়,
শয়ন করে যথায় তথায়।

২৩০১। হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গা।

২৩০২। হাটের দুয়ারে কবাট

২৩০৩। হাটের নেড়ো হুজুক চায়।

২৩০৪। হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান।

২৩০৫। হাড়ির ঘরে কড়ি হৈলে শূয়রকে মারে ঝাঁটা।

২৩০৬। হাত আলস্য পায়ের দোষে।
শত্রুবাড়ে দেশে দেশে॥

২৩০৭। হাত আলস্যে গোঁপ নষ্ট।

২৩০৮। হাত ছোট আয়া বড়।

২৩০৯। হাত ঝাড়িলে পর্ব্বত।

২৩১০। হাত ঝাড়িলে বোঝা।

২৩১১। হাত দিয়ে কি হাতী ঠেলা।

২৩১২। হাত ধুয়ে খালাস।

২৩১৩। হাতে না মেরে ভাতে মারা।

২৩১৪। হাতে নেই কড়ি। কিন্তে চায় ঘুড়ী॥

২৩১৫। হাতী দল দল্যাতে পড়িলে চামচিকে লাথী
মারে।

২৩১৬। হাতী পর হাওদা ঘোড়ে পর জিন।
জল্‌দি যাও জল্‌দি যাও ওয়ারেন হষ্টিন্‌॥
২৩১৭। হাতী ফাঁদে পড়িলে, ব্যাঙও নাথী মারে।
২৩১৮। হাতী হাঁড়োলে পড়িলে ব্যাঙ্‌ও চাইট মারে।
২৩১৯। হাতীর গলায় ঘণ্টা।
২৩২০। হাতীর দাঁত সোণাদিয়ে বাঁধন।
২৩২১। হাতীর দর্পচূর্ণ হয় গেলে পাহাড়ের কাছে।
২৩২২। হাতীর নাদ দেখে শশকের প্রাণ ফাটে।
২৩২৩। হাতীর পীঠ কখন খালি থাকে না।
২৩২৪। হাতীর মুখে দূর্ব্বাঘাস।
২৩২৫। হাতীর পাঁচ পা দেখা।
২৩২৬। হাতীর সঙ্গে বেঁড়ে বলদ।
২৩২৭। হাতীর সঙ্গে েঁড়ে বলদের ঠেস।
২৩২৮। হাতে নাই ধন, দরিদ্রের পুড়ে মন।
২৩২৯। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।
২৩৩০। হাতের ঢেলা ছুড়িলে পাওয়া যায় না।
২৩৩১। হাতের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেলা।
২৩৩২। হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা।
২৩৩৩। হাদে লক্ষ্মী বলে লক্ষ্মীছাড়া।
২৩৩৪। হাবা গোদ, ওলকে বলে তালের নোদ।
২৩৩৫। হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।

২৩৩৬। হাস্‌তে হাস্‌তে কপাল ব্যথা।

২৩৩৭। হিজলের মুড়ায় নৌকা বাঁধা গিয়াছে।

২৩৩৮। হিন্দুর গাই, মুছলমানের হারাম।

২৩৩৯। হিন্দুর দেবতা উপরে চিকন্ চিকন্ ভিতরে খ্যাড়।

২৩৪০। হিরে ফেলে অঙ্গার লওয়া।

২৩৪১। হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।

২৩৪২। হেগো নাড়ী মুখে টন্‌কো।

২৩৪৩। হেটো ষাঁড় হাজার মার, কল ছাড়েনা।

২৩৪৪। হেলা স্যাৎ কার্য্য নাশায়।

২৩৪৫। হেলে ধর্‌তে পারেনা, কেউটে ধর্‌তে যায়।

২৩৪৬। হেলে নয় গিরগিটি নয় মনসার সঙ্গে বাদ।

২৩৪৭। হেল্যে যায় হাল নিয়ে।
বিধাতা যায় তুল নিয়ে॥

২৩৪৮। [illegible] চোষ্‌তে, বামণ যায় বস্‌তে।

ক্ষ

২৩৪৯। ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।

২৩৫০। ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবং।

২৩৫১। ক্ষুধা চেত্তিক্ত মমৃতং।

২৩৫২। ক্ষুধার চোটে পাটকিলে কামড়।

২৩৫৩। ক্ষুধার চেয়ে টাকনা নাই।

২৩৫৪। ক্ষুধিত হইলে দুহাতে খেতে চায়।

২৩৫৫। ক্ষুরের ধার ছুঁতে কাটে মাছি।

২৩৫৬। ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে।

২৩৫৭। ক্ষেতে আর্জ্জে কপালে ফলে।

২৩৫৮। ক্ষেতের চাষে, দুঃখ নাশে।